চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 14 September, 2020 ■ আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২৮ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা৪

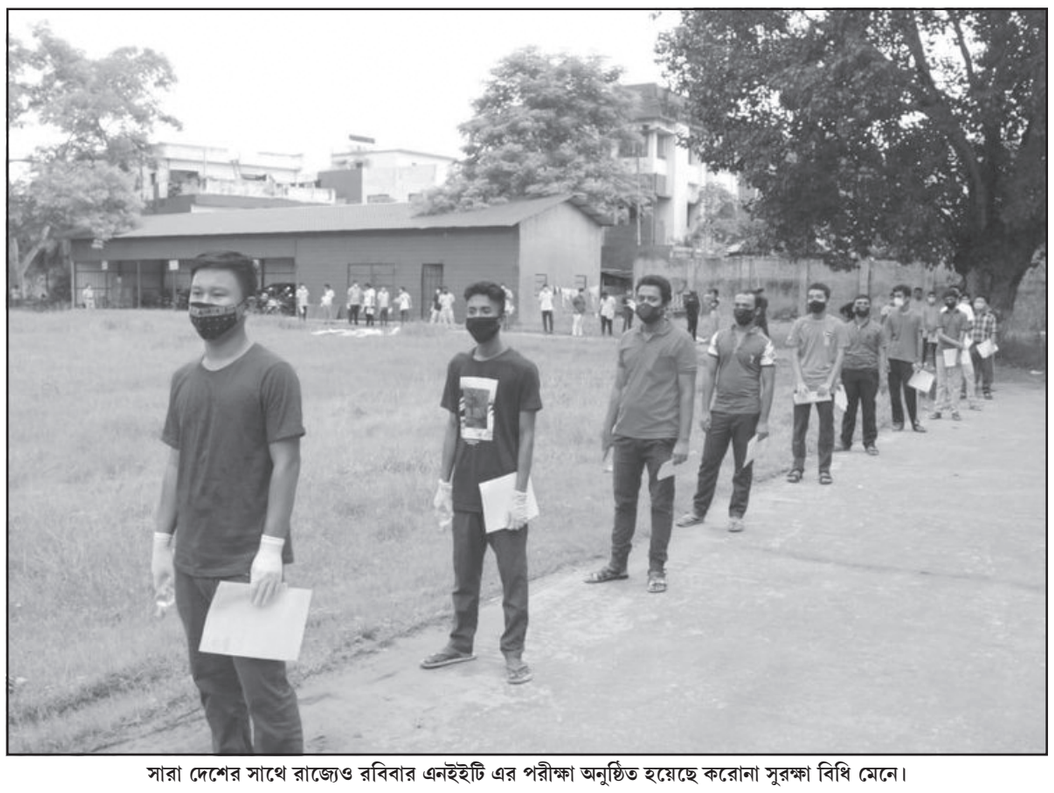

সারা দেশের সাথে রাজ্যেও রবিবার এনইইটি এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে করোনা সুরক্ষা বিধি মেনে।

বানরের আক্রমণে গুরুতর জখম শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। বিশ্রামগঞ্জের মধ্যপাড়ায় বানরের আক্রমণে দুই বছরের একটি শিশু গুরুতর জখম হয়েছে। জানা যায় শিশুটি পাশের বাড়িতে যা ছিল। তখন ওই রাস্তায় শিশুটিকে ঝাপটে ধরে একটি বানর। বানরের আক্রমণের শিশুটি রক্তাক্ত হয়। শিশুটির চিৎকার শুনে পরিবারের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করেন। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে।

সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র না থাকায় দোকান থেকে ঔষধ ক্রয় করে এনে চিকিৎসা শুরু করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে চরিলাম এলাকায় গত বেশ কিছুদিন ধরেই বানরের উৎপাত শুরু হয়েছে। এলাকার বাড়িঘরের ফসল এবং ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে বানরের দল। বাড়ি ঘরে ঢুকেও বানরের দল উৎপাত চালাচ্ছে। ঘর থেকে রান্না করা খাবার পর্যন্ত বানর তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

রবিবার সকালে বানরের আক্রমণে দুই বছরের এক শিশু জখম হওয়ার ঘটনায় এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বানরের উৎপাত বন্ধ করার জন্য বনদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন এলাকার জনগণ।

আজ শুরু বাদল অধিবেশন

লাদাখ নিয়ে সংসদে বিবৃতি দেবে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর।। সোমবার থেকে শুরু হতে চলেছে সংসদের অধিবেশন। করোনা সংকটের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুরক্ষা বিধি মেনেই এই অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। লাদাখে ঠিক কি হয়েছে? গত মে-জুন মাসে সীমান্ত পেরিয়ে লাদাখের কতটা ভিতরে প্রবেশ করেছিল চিনে সেনা? কী করে প্রবেশ করল চীনা সেনা? এখন দুই দেশের সেনার অবস্থান কী? দেশের ২০ জন সেনা গত জুন মাসে যে শহীদ হলেন।তার কারণ কী? চিনা সেনা ভারতে এসেছিল নাকি ভারতীয় সেনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ওপারে যেতে? পরিস্থিতির এতটা অবনতি হল কী করে?

বিগত কয়েক মাস ধরেই এই সব প্রশ্ন জমা বাঁধছে দেশবাসীর মনে। বিরোধীদের দাবি সত্ত্বেও এই সবকটি বিষয় নিয়ে এখনও সরকারিভাবে খোলাখুলি কোনও বিবৃতি দেয়নি কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। শুধুমাত্র চিনের সঙ্গে সংঘাত ও বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাছাই করা কিছু বিষয় নিয়ে মুখ খুলেছে কেন্দ্র। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি দাবি করেছেন, গোটা বিষয় নিয়ে দেশের সামনে

মুখ খুলুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু এতদিন সেবিষয়ে কর্ণপাত করেনি কেন্দ্র। কিন্তু মনে করা হচ্ছে এবার এই ইস্যুতে বিবৃতি দিতে পারে কেন্দ্র।

করোনা আবহে সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের অধিবেশন। চলবে ১৮ দিন। লাদাখ নিয়ে বিরোধীদের দাবিকে কেন্দ্র করে উত্তাল হতে পারে সংসদের দুই কক্ষ। তাই বিরোধীদের থামাতেই সংসদে এই নিয়ে মুখ খুলতে পারে কেন্দ্র।

রবিবার সংসদে বসেছিল রাজ্যসভার বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটির বৈঠক। সূত্রের খবর, সেখানেও এদিন লাদাখ প্রসঙ্গ ওঠে। কেন্দ্রের তরফে নাকি সেখানে জানানো হয়েছে সোমবার অধিবেশনের শুরুতে এই বিষয়ে বক্তব্য রাখা হবে। এর জন্য সংসদের সময় চাওয়া হয়েছে।

কিন্তু প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর আর প্রথামাফিক অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে সর্বদলীয় বৈঠক হবে না। এমন ধরনের বৈঠক আয়োজন করবেন না কেন্দ্রীয় সংসদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রঘুবংশ প্রসাদ সিং

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সমাজবাদী নেতা রঘুবংশ প্রসাদ সিং। রবিবার সকাল ১১ টা ৪০ মিনিট নাগাদ দিল্লির এইমস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওটার পরও শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করায় বিগত দুই সপ্তাহ ধরে দিল্লির এইমস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন বিহার রাজনীতির এই দাপুটে নেতা। রবিবার চিকিৎসারত অবস্থায় দেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এর আগে বিহারের পাটনার এইমসে তাঁর করোনা চিকিৎসা হয়েছিল।

কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ ১-এর গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল বিহারের সীতামাঢ়ি জেলায় সংযুক্ত সোশালিস্ট পার্টির সচিব হিসেবে।১৯৭৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আঙিনায় প্রবেশ করেছিলেন। তারপর মন্ত্রী, ডেপুটি স্পিকারের মতো দায়িত্ব সামলে ১৯৯৬ সালে বৈশালী লোকসভা আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৯৬ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৯৪৩৭২

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও গোটা ভারত জুড়ে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় সারাদেশে নতুন করে আক্রান্ত ৯৪৩৭২। ওই সময়ের মধ্যে মারণ এই রোগে নিহত ১১৪২। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ৪৭ লাখের গণ্ডি। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪৭, ৫৪, ৩৫৭। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৯৭৩১৭৫। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩৭, ০২, ৫৯৬।

মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮, ৫৮৬। দেশজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে আনলক ফোর। ফলে আগামী দিনের সংক্রমণ আরো বাড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। করোনার জেরে সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২৭১৯৩৪। নিহত ২৮, ৭২৪। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ। সেখানে সব মিলিয়ে

ত্রিপুরায় অক্রান্ত আরও ৬২৯, মৃত্যু বেড়ে ২০০

আক্রান্তের সংখ্যা ৯৬১৯১, নিহত ৪৭৭৯। দক্ষিণের অপর রাজ্য তামিলনাড়ুতে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৭৯১৮, নিহত ৮২৩১। কর্নাটকের আক্রান্তের সংখ্যা ৯৮৩৪৫, নিহত ৭০৬৭। বর্তমানে রাজধানী দিল্লিতে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২৬৯০৭, নিহত ৪৬৮৭। দেশজুড়ে বেড়ে চলেছে করোনা সংক্রমণ। কিন্তু এরই মধ্যে জনজীবন স্বাভাবিক করতে মরিয়া প্রশাসন। রেল, মেট্রো, কারখানা, কার্যালয় সবই খুলে গিয়েছে। জনসমাগম রাস্তা জুড়ে। কিন্তু করোনা বেড়ে চলেছে। করোনা রোগীকে চিহ্নিত করার জন্য পরীক্ষার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে বলে জানা গিয়েছে।

ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশজুড়ে ১০ লাখের বেশি করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে ১০, ৭১, ৭০২ নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। সবমিলিয়ে এখনো পর্যন্ত গোটা দেশজুড়ে পাঁচ কোটির বেশি করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৬০ হাজার ৯২৮টি নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৯৪৩৭২। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭, ৫৪, ৩৫৭।

সিধাই থানায় করোনার থাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। এবার করুনার থাবা সিধাই থানায়। সিধাই থানার পুলিশ কর্মী করোনা পজিটিভ। মোহনপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে তাদের প্রত্যেকের এনজেন টেস্ট করানো হয়েছে।এন্টিজেন টেস্ট করানোর পর হেজামারা কোভিদ সেন্টারে বেশ কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছে।অপর কয়েকজনকে হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। মোহনপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে স্বাস্থ্য আধিকারিক অলক কুমার জমাতিয়া জানিয়েছেন যাদের করোনা পজিটিভ মিলেছে তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সিতাই থানায় করুন অথবা বসানোর ফলে থানার কাজকর্ম অনেকাংশে বিঘ্নিত হচ্ছে। থানাকে সেনিটাইজেশন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খোয়াইয়ে মহিলার কাছ থেকে টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। খোয়াইয়ের বন্ধন ব্যাংকের শাখা থেকে টাকা তুলে বাড়িতে ফেরার পথে এক মহিলার কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা ছিনতাই হয়েছে।জানা যায় বন্ধন ব্যাংকের শাখা থেকে এক গরিব মহিলা কুড়ি হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

টাকা তুলে মাস্টার পাড়ার ভেতর দিয়ে তিনি বাড়িতে ফিরছিলেন। অবশ্য মহিলার সঙ্গে অন্য কেউ ছিলেন না।মাস্টারপাড়া আসতেই এক যুবক এসে মহিলাকে বলে বন্ধন ব্যাংক থেকে যে কুড়ি হাজার টাকা তিনি এনেছেন সেখানে টাকা কম রয়েছে। টাকাগুলি গুনে দেবার জন্য তার কাছ থেকে সেই টাকা নেয় ওই যুবক।টাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে ড্রাগসসহ দুই পাচারকারী ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ সেপ্টেম্বর।। কৈলাশহর ইরানী থেকে কমলপুর আসার পথে রাস্তায় আটক দুই বাইক। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৩০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। রবিবার সন্ধ্যা রাতে কৈলাশহর থানার পুলিশ কামরাঙ্গা বাড়ী ব্রীজ এলাকা থেকে তাদের আটক করে।

একই সঙ্গে আটক করা হয় দুইটি বাইক। কৈলাশহর থানার ওসি জানান তাদের কাছে গোপন খবর আসে বাইকে করে ড্রাগস পাচার করা হচ্ছে। সেই মোতাবেক কামরাঙ্গা বাড়ি ব্রীজের কাছে ওৎপেতে বসে পুলিশ। দুটি বাইক এই স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের আটক করা হয়। তাদের তল্লাশী চালিয়ে তিনটি বাক্স ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের পৃথক স্থানে বাড়িতে ও মন্দিরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। বিশালগড়ের নেহাল চন্দ্রনগর গাও সভায় ৪নং ওয়ার্ডের এককটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। চোরের দল নেহাল চন্দননগরের ৪ নং ওয়ার্ডের সুভাষ করে বাড়িতে ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে। ঘর থেকে নগদ টাকা সোনা গয়না সহ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানায় বাড়ির মালিক সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার নির্বাচকদের পাকড়াও করতে পারেনি পুলিশ। চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।এলাকায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন এলাকার জনগণ। উল্লেখ্য লকডাউন ঘোষণার পর থেকেই ওইসব এলাকায় চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। চোরেরা রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে সাধারণ মানুষজনের। অনেকেই রাত জেগে পাহারা দিয়ে চোরের হাত থেকে নিজেদের সম্পদ রক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এদিকে, ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর শহরের লোকনাথ মন্দিরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিশিকুটুম্বদের দৌরাত্ম্য, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ জনতার থানা ঘেরাও কদমতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর।। নিশিকুটুম্বদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে ও থানার ভূমিকা সন্দেহজনক দেখে অবশেষে কদমতলা থানায় ডেপুটেশন মিলিত হল ইচ্ছাই লালছড়া গ্রামের লোকজন।থানার বড় বাবুর কাছে ২৪ ঘন্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ডেপুটেশনে মিলিত হলো স্থানীয় এলাকার লোকজন। স্থানীয়দের অভিযোগ কদমতলা থানার ওসির ভূমিকা সন্দেহজনক। কদমতলা থানার পুলিশ ইছাই লালছড়া বাসির সঠিক নিরাপত্তা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার হুমকি স্থানীয়দের।

ঘটনা বিবরণে প্রকাশ, গত ৯ সেপ্টেম্বর বুধবার উত্তরের কদমতলা থানাধীন ইচাইলালছড়া গ্রামে সাফাই অভিযান চালায় নিশিকুটুম্বের দল। সংঘবদ্ধভাবে নিশিকুটুম্বের দল একই রাতে এগারোটি বাড়িতে সাফাই অভিযান চালায়।ইছাই লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২,৩ এবং ৫ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় এগারো নি।

অবশেষে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারের নিকট এক ডেপুটেশন মিলিত হন ইছাই লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২,৩ এবং ৫ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় জনগণ। স্থানীয় জনগণ কদমতলা থানার পুলিশকে ২৪ ঘন্টার সময়সীমা বেঁধে দেন।অন্যতায় স্থানীয় এলাকাবাসী প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিত হবেন অথবা বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবেন। স্থানীয় এলাকাবাসীর অভিযোগ পূর্বে ইচাইলালছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে চুরির ঘটনা সংঘটিত হলেও কদমতলা থানার পুলিশ হাত-পা গুটিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির প্রদেশ যুব মোর্চার নতুন সভাপতি হয়েছেন নবাদল বনিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। বিজেপি প্রদেশ যুব মোর্চার নতুন সভাপতি হয়েছেন নবাদল বনিক। রবিবার দলের তরফ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রাজ্য মন্ত্রিসভায় ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত সদস্য এখন থেকে প্রতি মাসে পালা করে প্রদেশ কার্য্যালয়ে উপস্থিত থেকে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে কার্যকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। সম্প্রতি পার্টির প্রদেশ সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক নির্দেশিকা জারি করেছেন।

সেই অনুযায়ী প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে মন্ত্রিসভায় ভারতীয় জনতা পার্টির একজন করে সদস্য পার্টির প্রদেশ কার্য্যালয় হাজির হয়ে পার্টির বিভিন্ন স্তরে কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন। অর্থাৎ মন্ত্রিসভার প্রত্যেক ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যকেই প্রতি মাসে একবার পার্টি কার্য্যালয়ে এসে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় সামিল হতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২১ সেপ্টেম্বর ১২ ঘন্টার ত্রিপুরা বন্‌ধ ডাকল কংগ্রেস

দলের নেতাদের ঐক্যের বার্তা দিলেন ভূপেন ভোরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের পর্যবেক্ষক ভূপেন ভোরা দলের ঐক্যের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। সমস্ত নেতৃত্বদের এক সঙ্গে বসিয়ে বোঝানোর করলেন দলে নেই কোন মতানৈক্য। কিন্তু এড়িয়ে গেলেন অনেক প্রশ্নের উত্তর। উল্টে শুর চড়ালেন রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। তিনি জানান সংবাদ মাধ্যমে চুপ করে দেওয়ার মত যে ঘটনা ঘটছে তা নিয়ে রাজ্য কংগ্রেস ও জাতীয় কংগ্রেস কর্মসূচী নিয়েছে।

সংসদে এই বিষয় উত্থাপন করা হবে বলে জানান তিনি। পড়ে পিসিসি সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস জানান রাজ্যে অরাজকতা চলছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে দায়িত্ব হীনতা নিয়ে সর্ব ভারতীয় সভানেত্রী অবগত হয়েছেন। এর জন্য রাজ্য পর্যবেক্ষককে রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। আলোচনা ক্রমে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর্মসূচী

নেওয়ার জন্য। এই নিয়ে শনিবার কংগ্রেস ভবনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনায় সর্ব সম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে একাধিক ইস্যুতে প্রদেশ কংগ্রেস আগামী ২১ সেপ্টেম্বর ১২ ঘণ্টার ত্রিপুরা বনধের ডাক দিয়েছে। কংগ্রেস দল বাধ্য হয়ে এই বনধের আহবান করেছে বলে জানান পিসিসি সভাপতি বিরজিৎ সিনহা। সমস্ত মানুষকে এই আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহবান জানান।

সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর এ ধরনের মন্তব্য মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানান তিনি।করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের অমানবিক ভূমিকা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, রাজ্যের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবির অক্সিজেন কান্ডের তথ্য প্রমাণ দিতে প্রস্তুত রাতুল দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। শুক্রবার রাতে পৌনে একটা নাগাদ রাজ্যের একমাত্র বায়ু ম্যাডিকেল ইঞ্জিনিয়ার রাতুল দে কাছে চিকিৎসক কনক চৌধুরী কতৃক ফোন আসে জিবি হাসপাতালের কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টারের অক্সিজেনের প্রেসার কমে গেছে। পরে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় অক্সিজেনের মাত্রা ২৫-৩০ ইউনিটে চলাফেরা করছে। ফলে তাড়াহুড়ো করে অক্সিজেনের পাইপ লাইনের কাজটি সারাই করা হয়।

এবং অক্সিজেনের মাত্রা ৫০-৫৫ ইউনিটে পেতে শুরু হয়। রোগীদের ছটপট অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। কিন্তু শনিবার রাজ্য সরকার শুক্রবারে রাতের ঘটনার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এবং সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হচ্ছে বিনা অনুমতিতে অবৈধভাবে নাকি তিনি সেদিন রাতের বেলায় জিবি হাসপাতাল সরকারি সম্পত্তিতে হাত দিয়েছে। যা ছোট মানসিকতার আরো একবার প্রমাণ করে দিয়েছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে নিন্দা জানান সেই বায়ো ম্যাডিকেল ইঞ্জিনিয়ার রাতুল দে।

তিনি বলেন, সেই মুহূর্তে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ছিল না মানুষের জীবন। মানুষের জীবন বাজি রেখে সেদিন যান্ত্রিক ত্রুটির সারাই কাজ করতে হয়েছিল। নয়তো গণহারে মৃত্যু হতো রোগীদের। আর যদি তদন্ত কমিটি গঠন করে কোন প্রশ্নের উত্তর চায় তাহলে সমস্ত তথ্য প্রমাণ স্বরূপ তুলে ধরতে পারবেন তিনি বলে জানান। তিনি নাম না উল্লেখ করে বলেন উনাকে লক্ষ্য করে একজন নেতাকে কালিমালিপ্ত করতে রাজনীতি শুরু হয়েছে। আর আধিকারিকদের পিঠ বাঁচাতে তদন্ত কমিটি করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩৩০ ▫ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ▫ ২৮ ভাদ্র ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

কন্যাভ্রূণ হত্যা

কন্যাভ্রূণ হত্যায় ভারতের স্থানটি বিশ্বে অগ্রগণ্য। সেই 'শীর্ষ' হইতে নিকট ভবিষ্যতে দেশ সরিয়া আসিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, কন্যাভ্রূণ হত্যার ধারা অব্যাহত থাকিলে ২০১৭-২০২৫ সালের মধ্যে প্রতি বৎসর মাতৃগর্ভেই নাশ হইবে ৪, ৬৯,০০০ কন্যা। ২০২৬-২০৩০ সালের মধ্যে সেই সংখ্যা পৌঁছাইবে প্রতি বৎসর ৫,১৯,০০০-এ। অর্থাৎ, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ হইতে জন্মের পূর্বেই মুছিয়া যাইবে প্রায় ৬৮ লক্ষ কন্যাসন্তান। সমীক্ষা আরও জানাইতেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে এই বিষয়ে দেশে প্রথম স্থানটি দখল করিবে উত্তরপ্রদেশ। ভয়ঙ্কর চিত্র, সন্দেহ নাই। অথচ, দেশে কন্যাভ্রূণ হত্যা রোধে একটি সুস্পষ্ট আইন রহিয়াছে। ১৯৯৪ সালের সেই আইন অনুসারে, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ এবং কন্যাভ্রূণ হত্যা উভয়ই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তৎসত্ত্বেও এই মারাত্মক অপরাধ বন্ধ করিতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির যে কঠোর পদক্ষেপ করিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা হয় নাই। ফলত, আইনের আড়ালেই অবাধে চলিতেছে লিঙ্গ নির্ণয় এবং কন্যাভ্রূণ হত্যা। দুই বৎসর পূর্বে নীতি আয়োগের একটি রিপোর্ট হইতে স্পষ্ট হইয়াছিল, ২০১২ সাল হইতে ২০১৫ সালের মধ্যে ২১টি রাজ্যের ১৭টিতেই শিশুকন্যার জন্মের অনুপাতে উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আইনের ধারা লইয়া অপরাধীরা বিশেষ ভাবিত নহে। আইন ভাঙিয়া কন্যাভ্রূণ হত্যার অপরাধে বিগত কয়েক বৎসরে বহু চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু সাজাপ্রাপ্তদের সংখ্যাটি যৎসামান্য। সুতরাং, কখনও গোপনে বিভিন্ন ক্লিনিকে, কখনও বাড়ি আসিয়া আলট্রাসাউন্ড প্রযুক্তির মাধ্যমে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ এবং গর্ভপাত করাইবার প্রক্রিয়াটি কেহ রুখিতে পারে নাই। কমাইতেও পারে নাই। ইহাতে শুধুমাত্র যে কন্যাসন্তানরাই হারাইয়া যাইতেছে, তাহা নহে। অদক্ষ হাতে গর্ভপাত করাইবার কারণে প্রসূতির প্রাণসংশয়ের ঘটনাও ঘটিতেছে।

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ১৯৯০ সালে সর্বপ্রথম 'মিসিং উইমেন'-এর উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'মিসিং উইমেন', অর্থাৎ কোনও দেশে বা নির্দিষ্ট কোনও অঞ্চলে মেয়েদের সংখ্যা যাহা হওয়া উচিত, তাহা অপেক্ষা কম থাকা। ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত। এখনও ভারতে কন্যাভ্রূণ হত্যা অব্যাহত। এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে আইনটি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা হইল না, তাহা নহে। কন্যাসন্তান না চাহিবার পিছনে সমাজের যে জরাগ্রস্ত মানসিকতা দায়ী, তাহাতেও উপযুক্ত সংস্কার হইল না। কন্যাভ্রূণ হত্যার সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত অপর একটি অপরাধ, পণপ্রথা। সেই বিষয়েও ভারতে কেহ আইন ভাঙিতে দ্বিধা করে না। প্রশাসক, পুলিশ এবং চিকিৎসক মহলে নারীবিদ্বেষ অব্যাহত বলিয়াই নাবালিকা বিবাহ, বধূ নির্যাতন, পণপ্রথা, কন্যাভ্রূণ হত্যা প্রভৃতি দণ্ডনীয় অপরাধ হইলেও কার্যত অসীম প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। মেয়েদের যত দিন পরিবারের আর্থিক বোঝা বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইবে, তত দিন কেবল আইন তৈরি করিয়া অথবা 'বেটি বচাও, বেটি পঢ়াও' স্লোগান প্রচার করিয়া সরকার নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। মেয়েদের সক্ষমতার সার্বিক কর্মসূচি প্রয়োজন। শিক্ষা হইতে সম্পদ, সকলই পৌঁছাইতে হইবে মেয়েদের কাছে। অজাত কন্যাদের বাসযোগ্য করিতে হইবে দেশকে।

টলস্টয় এবং আজকের সময়

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

৯ সেপ্টেম্বর লিও টলস্টয়ের জন্মদিন। ১৮২৮ সালে এই দিনে জন্মগ্রহণ করা এই সাহিত্যিক আজকের সমাজের সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। লিও টলস্টয় বললেই যে সাহিত্যের কথা মনে পড়ে তা হলওয়ার অ্যান্ড পীস''। বিশ্বের সর্ববৃহৎ উপন্যাস লিখে জগৎ জোড়া খ্যাতি পেয়েছেন টলস্ট। এছাড়াও আন্নাকারেনিনা, রিজারেকশন সহ বহু উচু মানের উপন্যাস লিখে টলস্টয় অমর হয়ে আছেন পৃথিবীতে। তবে ছোটগল্পের অমোঘ দুনিয়ায় যে গল্পগুলির কথা আজও ভুলতে পারা যায় না তার মধ্যে অন্যতম একটি ছোটগল্প হল 'থ্রি কোয়েশ্চেন। আজকের প্রেক্ষাপটে যে গল্পটি খুব দরকারি।

ব্যক্তি কে?'' সঙ্গে সঙ্গে রাজার দিকে তর্জনি উচিয়ে বৃদ্ধ কললেন- তুমি। থতমত খেয়ে গেলেন রাজা এবং মনে মনে ভাবলেন, তাহলে কি আমাকে চিনে ফেলেছে বৃদ্ধ! নিজেকে সামলে নিয়ে অতি বিনীতভাবে রাজা কললেন, আপনি কি জানেন আমি কে? প্রত্যুত্তরে ললেন বৃদ্ধ- তুমি কে জানার দরকার নেই আমার। হতে পার রাজা কিংব প্রজা অথবা হতে পার হতদরিদ্র নিঃস্ব মানুষ কিংবা ধনী ব্যক্তি। যে স্তরের মানুষই তুমি হও না কেন তোমোকে সম্মান, সেবা এবং খুশি করা আমার কর্তব্য। মনে রেখ, যে পর্যায়ে মানুষ তোমোর সঙ্গে থাকবে অথবা তোমোর কাছে আসবে তাকে তুমি রজনী যাপন করছেন রাজা। তিনটি প্রশ্ন তার মগজে দিও তার প্রাপ্য মর্যাদা, মেটাতে চেষ্টা কর তার ন্যায্য

গল্পের শুরুতেই দেখা যায়, কয়দিন ধরে বিনিদ্র কিলবিল করছে সারাক্ষণ। প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। দরবারে ডেকেছেন উজির নাজির পাত্র মিত্রসহ সব সভাসদ। সবার কাছে রাখলেন প্রশ্ন তিনটি। ঘোষণা করলেন যে ব্যক্তি প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবে, রাজ্যের অর্ধেক অংশ দান করে দেবে তাকে। একজন একেক রকম উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করল রাজাকে। কোনও উত্তরই রাজার পছন্দ হল না। রাজ্যের পণ্ডিতদেরও ডাকলেন তিনি। তারা ও সন্তুষ্ট করতে পারল না রাজাকে। অবশেষে একদিন ভোররাতে ছদ্মবেশে দ্বাররক্ষীর চোখ ফাকি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন রাজপথে। শপথ প্রশ্ন তিনটির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত ফিরবেন না। রাজপ্রাসাদে। দিনভর হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন রাজা। দুপুর-বিকেল গড়িয়ে নেমে এল সন্ধ্যা। দুশ্চিন্তায় তিনি।

রাতে থাকার জন্য একটু আশ্রয় দরকার তার। এমন সময় নজরে পড়ল এক থুর বুড়ো। রাস্তার ধারে একটি কুঁড়ে ঘরের সামনে বসে আছেন তিনি। বৃদ্ধের কাছে এক রাতের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলেন রাজা। সানন্দে সম্মতি দিয়ে ব্ধ বললেন আমার সংসার বলতে কিছু নেই, আছে শুধু ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর। তুমি কি ধক কুটিরে? রাজা বললেন আপনি থাকতে পারবে দরিদ্র যদি দিনের পর দিন থাকতে পারেন তাহলে আমি কেন পারব না সেখানে একটি রাত থাকতে। রাতের খাবার হিসেবে বৃদ্ধের ঘরে আছে শুধু একটি শুকনা রুটি। অর্ধেক রুটি তুলে দিলেন অতিথির হাতে। তারপর আগন্তুকের উপাদক্ষ অবলোকন করে তিনি বললেন- বাবা, তোমোকে দেখলে তো মনে হয় রাজপুরুষ। তোমার মত মানুষ কেন আশ্রয় নিলে আমার পর্ণকুটিরে।

কোত্থেকে এসেছ, কোথায় যাবে, কি তোমোর লক্ষ্য ? প্রত্যুত্তরে রাজা বললেন-তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমি ছুটে চলেছি অনিশ্চিত গন্তব্যে। বৃদ্ধ বললেন, প্রশ্ন তিনটি কি শুনতে পারি আমি? রাজা বললেন, প্রথম প্রশ্নটি হল গুরুত্বপূর্ণ সময় কোনটি? বৃদ্ধ হেসে বললেন, প্রশ্নটি কি আরও কাউকে করেছ তুমি? রাজার উত্তর, হাঁ অনেককেই জিজ্ঞেস করেছি আমি। তারা কি বললেন তোমোকে? কেউ বলেছেন সকাল, কেউ বলেছেন বৃদ্ধ বললেন কেউ ঠিক বলেনি তোমোর প্রত্যাশিত পূর্বাপর না ভেবেই সভাসদদের উসকানিতে বরখাস্ত করেছিলেন তাকে। এ দুটি ঘটনার জন্য পরবর্তী সময়ে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল রাজাকে।

আজকের এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সময় এইরকম একজন বৃদ্ধের প্রয়োজন খুব অনুভব করছে নাগরিক সমাজ। যে বৃদ্ধ, যে জ্ঞানী, যে দ্বিান রাষ্ট্রের প্রধানের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে কোনও ভয় না করেই। অবশ্যই সঙ্গে সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারও প্রয়োজন যেখানে রাষ্ট্রের প্রধানকে প্রশ্ন করা যায়।

তবে টলস্টয় বিখ্যাত হয়ে আছেন তার রচিত তিনটি বিখ্যাত রচনা ওয়ার অ্যান্ড পিস'', ''আন্না কারেনিনা'' ও রেজর্কেশন এর জন্য।

তবে এগুলোর মধ্যেও ওয়ার আযান্ড পিস'' তার সেরা সৃষ্টিকর্ম। রাশিয়ান সাহিত্যে লিও টলস্টয় ছিলেন দস্তয়ভি, পুসকিন, টলস্টয় ছিলেন দস্তয়ভস্কি, পুসকিন, গাগোল, চেখভ, গার্কি প্রমুখের চেয়েও অনেক বেশি গ্রাহ্যকর। এমনকি তাকে বিশ্ব সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাদের থেকে একটি বড় জায়গায় তিনি ছিলেন বেশ আলাদা। বাস্তবধর্মী সাহিত্য রচনা ছিল তার অন্যতম লেখার মাধ্যম। তার সাহিত্যকর্মের কোথাও অবাস্তব কল্পনার মিশেল থাকত না।

চাহিদা, সর্বোপরি তাকে খুশি করার চেষ্টা কর তুমি। গাগোল, চেখভ, গার্কি প্রমুখের চেয়েও অনেক বিকাল, কেউ মধ্যরাত, কেউবা ভোররাত। গভতীর কণ্ঠে নয়ত পরিণামে ক্ষতি হতে পারে তোমোর। রাজা বৃদ্ধকে গ্রাহাকর। এমনকি তাকে বিশ্ব সাহিত্যের প্রণাম করে দ্রুত পায়ে ফিরে চললেন রাজপ্রাসাদের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিদ্যাসাগর এবং বঙ্গীয় সমাজ

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

একুশ শতকের আধুনিক সমাজের থেকে প্রায় সোয়াশো বছর আগে এ কথা যে বঙ্গীয় সন্তান বলতে পেরেছিলেন তাঁরনাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালি সমাজ তাঁকে চেনেন বিদ্যাসাগর নামে। তিনি চলে গেছেন ২৯ জুলাই, ১৮৯১ সাল। কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর লড়াই, তাঁর আদর্শ, তাঁর অবদান। যে আদর্শ আলো দেখিয়েছে আপামর বাঙালিকে। যার হাত ধরে বাঙালির অক্ষর চিনতে শেখা, সেই মহামানবকে প্রণাম জানিয়ে এ প্রতিবেদনের সূচনা। বিদ্যাসাগরের জন্মদ্বিশতবার্ষিকী। যারা বিভিন্ন কারণে এই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করেন এবং তার জীবন ও চরিত্র থেকে কিছু শেখার কথা ভাবনে বা বলেন, তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কেন এই শ্রদ্ধা এবং শেখার ইচ্ছা তার সপক্ষে কিছু কথা বলা। না হলে বিদ্যাসাগর চর্চাটা ধাক্কা খেতে থাকবে। কেন না, বিদ্যাসাগর বিরোধী একাধিক মহল আছে, যারা উপযুক্ত সময়ে সক্রিয় হয়ে উঠে নানা যুক্তিটুক্তি তুলে তাঁর সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনকে গুরুত্বীন করে দেখতে থাকেন।

প্রথম বিরোধী দল কিছু সাম্প্রদায়িক পরিবারের শাখাপ্রশাখা। ব্যিদাসাগর ওদরে কাছে ভারি সমস্যার। শুধু এই জন্য নয় যে তিনি হিন্দু বিধবা বিবাহের আইনি আয়োজন প্রস্তুত করেছিলেন। বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন সম্মতি আইকে শাস্ত্রে বাইরে শারীরবৃত্তীয় বিচারে টেনে আনার চেষ্টা করেছিলেন। এগুলো তো আছেই। এর উপরে আথে তাঁর দুটো লিখিত উক্তি।

এইসব কথা বলার জন্য দেশের বেদপন্থী সনাতনপন্থীরা বিদ্যাসাগরকে কোনও দিনই ক্ষমা করতে পারেনি। যে বে-দান্ত নিয়ে অত উদাত্ত আহ্বান, যে শাঙ্কর বেদান্তকে দুনিয়ার জ্ঞানের শিরোমণি বলে কত পণ্ডিকের কত আস্ফালন, অত বড় একজন সংস্কৃতিবিদ এরকম বলেছেন জানার পর তার আর কোনও ইজ্জত থাকে?

বিদ্যাসাগর প্রায় কোনও আন্দোলনেই সফল হননি বলে একদল ঘোষণা করেন। বিধবা বিবাহ আইন হলেও উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা একে গ্রহণ করেনি। তবে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে (১৮৫৬) সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভূমিকা তাঁকে যে বিপুল জনপ্রিয়তা প্রদান করে,তাতে তাঁর বিদ্যাসাগরীয় পরিচয় আরও তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে তা অস্বীকার করার কোনও জায়াগই নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য সর্ব ভারতীয় পরিচিতি লাভ করেন। উনিশ শতকে তাঁকে নিয়ে গান বাঁধা হয়েছিল। শান্তিপুরের তাঁতিদের কাপড়ে বিদ্যাসাগর নাম উঠে এসেছে। একপলক দেখার জন্য উদগ্রীব জনতা রাস্তার দুদারে দাঁড়িয়ে থেকেছে। অথচ তাঁকে দেখে নিরাশ হয়েছে। দৃষ্টিনন্দনযোগ্য চেহারা তাঁর ছিল না। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বীরশালিঙ্গম পান্তুলু সোসাইটি ফর সোশ্যাল রিফম গড়ে তুলে তেলুগুভাষী অঞ্চলে বিধবা বিবাহের জন্য আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য তাঁকে দক্ষিণ ভারতের বিদ্যাসাগর বলে অভিহিত করা হয়। সে দিক থেকেও ঈশ্বরচন্দ্রকে পিচনে ফেলে বিদ্যাসাগরের খ্যাতি প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা প্রকল্প ও পুরোপুরি সফল হয়নি বলেও বেশ কিছু বর্গ দাবি করেন। তিনি যা চেয়েছিলেন, সিলেবাসে ঢুকেছে। কিন্তু যারা পড়ায় শেখায় তাদের মগজে ঢোকেনি। ব্যাচ বাই ব্যাচ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিজ্ঞান পড়ছ অঙ্ক শিখছ ভালো কথা। কিন্তু মনে রেখ, এই সবই বেদে ছিল। যদিও তাঁর বিদ্যাসাগরীয় পরিচয় সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র শুধু আত্মসচেতনই ছিলেন না, তাকে মান্যতা দিয়েই জীবনের উপান্তে এসে আত্মজীবনী শুরু করেছিলেন বিদ্যাগাসর চরিত (১৮৯১)। তার সুচনাবাকো ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন, শকাব্দ ১৭৪২, ১২ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হয়। অবশ্য তখনও বিদ্যাসাগের জন্ম হয়নি। তার জন্য ১৯ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৮৩৯-এ সাংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় সাফল্যের মাধ্যমে তাঁর বিদ্যাসাগরে নবজন্ম লাভ হয়। তবু যাঁরা আপত্তি জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ঢুকে বসে আছেন। হাতে এসে গেছে বাংলা অক্ষর ইত্যাদিদের দোতলা বাসগুলি বসিয়ে দিয়ে। সংস্কৃত দাপট মুক্ত বাংলা ব্যাকরণ হয়ে গেছে সহজ সরল। কেমন একটা বাংলা বাংলা ভাব নিয়ে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সত্যিই এক আশ্চর্য ব্যতিক্রমী মানুষ। সেকালের একজন অসাধারণ বিদ্ধান ব্যক্তি হয়েও তিনি কথা এতই কম বলতেন এবং লিখতেন জ্ঞানগর্ভ কথা তো প্রায় বলেননি কোথাও—যার ফলে আমাদের কোনও গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখার সময় তার ভেতরে গুঁজে দেবার জন্য উদ্ধৃতি যোগ্য বাক্য পাওয়া খুব কঠিন। আর যা কিছু বলেছেন (বা লিখেছেন) তা একেবারে একশ শতাংশ সত্য ও তথ্যে ঠাসা। নিশ্চিত বিবৃতি। আর একজন এরকম মানুষ কি আমরা আর এদেশে পেলাম?

তাঁর যে কোনও কথা মানে একেবারে সেই কথাই। অন্য কথা নয়। তিনি যখন বলতেন, আমি দেশাচারের দাস নই। যা কর্তব্য মনে করি তা পালন করার জন্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতেও পিছিয়ে যাব না। তার মানে একেবারে এটাই । তাঁর পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি নিয়ে বাজারে কত গল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বারাসত-টাকি রোডে দুর্ঘটনায় মৃত্যু কোভিড যোদ্ধার

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজের কোভিড যোদ্ধা এক নার্সের মৃত্যু হল ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে। মৃতের নাম তাহেলী চক্রবর্তী (৩০)। রবিবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গা থানার পাশেই বারাসত-টাকি রোডে।

পুলিশ সূত্রে খবর, বাদুড়িয়া থানার উত্তর চাতরার শ্বশুরবাড়ি থেকে এদিন স্বামী শুভমের বাইকে করে সাগর দত্ত হাসপাতালে রোজকার ডিউটিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তাহেলী। দেগঙ্গা থানার পালপাড়া সংলগ্ন এলাকায় একটি গর্তে বাইকের চাকা পড়তেই বাইক থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে ওই যুবতী। মাথায় হেলমেট থাকলেও পাশ দিয়ে যাওয়া লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ দেহ টি উদ্ধার করে ময়নতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এদিকে, ঘাতক গাড়িটি পলাতক বলেই জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যেই বেহাল টাকি রোডের কথা তুলে অনেকেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেও কিছু সুরাহা হয়নি। তার কারণেই এই দুর্ঘটনা বলেই জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। এই দুর্ঘটনার জন্য খারাপ রাস্তাকেই দায়ি করেছেন সকলে। স্থানীয়দের অভিযোগ, টাকি রোডে গত একবছর আগে সম্প্রসারণে কাজ শেষ হলেও সেই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল রয়েছে। একাধিকবার বেহাল রাস্তা মেরামতি করলেও কয়েকদিন পরই তা ফের ভেঙে যায়। তার জেরেই নিয়মিত দুর্ঘটনা ঘটছে এখানে। প্রশাসনকে বলেও কোনও কাজ হয়নি।

মুখোমুখি সংঘর্ষে আগুন লেগে ভস্মীভূত দুটি লরি , মৃত চার

বাঁকুড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দুটি লরি খালাসী ও চালক মৃত।. শনিবার রাত্রি বারোটা নাগাদ বিষ্ণুপুরের মড়ার এক নম্বর ক্যাম্পের মড়ার চাতালের গড়া এলাকায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। লরি দুটিৰ সংঘর্ষে সারা এলাকা কেঁপে ওঠে। বিষ্ণুপুর ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে রামপুরহাট থেকে থেকে আসা একটি পাথর বোঝাই লৰী বিপরীত দিক থেকে আসা একটি এ্যসবেস্টাৰ বোঝাই লরিৰ এই সংঘর্ষ ঘটে। অনুমান করা হচ্ছে রাত্রিবেলায় চালকদের ঘুমিয়ে পড়ার কারণে এই সংঘর্ষ ঘটেছে।.সংঘর্ষে তীব্রতা এতটাই ছিল যে দুটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়।. দুটি গাড়ির চালক ও খালাসি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তারপরে গাড়িতে আগুন ধরে যাওয়ায় তাদের সারা শরীর ঝলসে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও দমকল বাহিনী হাজির হয়। .দমকল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ মৃতদেহ চারটি উদ্ধার করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। লরি ভিতরে আর কোনো মৃতদেহ রয়েছে কিনা সেটাও তল্লাশি করে দেখা হচ্ছে। মৃতদেৰ পৰিচয় মেলেনি।

করোনা আবহে শারদ উৎসবের প্রস্তুতিতে খুঁটি পুজো সারল আদি বালিগঞ্জ সর্বজনীন

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা আবহে ইতিমধ্যেই চারিদিকে পুজো পুজো গন্ধ। আর মাত্র কয়েকটা দিন পরেই শহর জুড়ে আলোর রোশনাই। আলোর রোশনাই দেখামাত্রই বাঙালির বুঝতে অপেক্ষায় থাকে না দূর্গা পুজো এসে গেছে। আর এরই মাঝে করোনা আবহে শারদ উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে। রবিবার খুঁটি পুজো সারল আদি বালিগঞ্জ সর্বজনীন।

দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা আতঙ্কে থেমে থাকবে না পুজো। ইতিমধ্যেই বহু পুজো কমিটি সেরে ফেলেছে খুঁটিপুজো কাজ। তাহলে আর থেমে থাকা কেন বাকি পুজো গুলোর। এবার করোনা আবহে শারদোৎসবের প্রস্তুতি শুরু করল আদি বালিগঞ্জ সার্বজনীন। চলতি বছর ৯৪ বছরে পা দিন আদি বালিগঞ্জ সার্বজনীন। হাতে আর মাত্র অল্প ক''দিন তাই এদিন খুঁটিপুজো সারলো আদি বালিগঞ্জ সার্বজনীনও । এদিন খুঁটি পূজার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর সুদর্শনা মুখোপাধ্যায়।

তৃণমূলের পথসভাৰ কারণে যানজটে আটকে নাকাল পরীক্ষার্থীরা, ধিক্কার বিজেপিৰ

বাঁকুড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য রাজ্য সরকার ঘোষিত লকডাউন প্রত্যাহার করে নিলেও আজ, রবিবার সেই পরীক্ষারা তৃণমূলের পথসভার কারণে যানজটে আটকে না কাল হয়ে পড়ে। বড়জোড়া চৌমাথা এলাকায় এদিন বেলা বারোটা নাগাদ তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ সভা ও মিছিল এৰ আয়োজন করা হয়। পরীক্ষার সময় এই পথসভাৰ আয়োজন কে কেন্দ্র কর আজ এই আশঙ্কায় সত্য প্রমাণিত হলো। বেলা ১১ টা বাজতেই বহু কর্মী ও সমৰক জড়ো হতে শুরু করেন। তারপরে রাস্তায় ব্যাপক যানজট শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন দিক থেকে আসা মিছিলের কারণে বেশকিছু পরীক্ষার্থীদের গাড়ি আটকে পড়ে বলে অভিযোগ উঠেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক বলেন আমাদের ১২ টার মধ্যেই পরীক্ষাকেন্দ্রে হাজির হওয়ার কথা বেলা ১০ টায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি ঠিকই। সঠিক সময় পৌঁছতে পারব কিনা জানিনা। স্থানীয় বিজেপি নেতাদের তরফ থেকে তৃণমূলের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

সংক্রমণ থেকে বাঁচতে মাস্ক পরুন, দিল্লিবাসীদেরকে পরামর্শ স্বাস্থ্যমন্ত্রীৰ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে মাস্ক পরাটা একান্ত জরুরি বলে মনে করেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। রবিবার সকালে তিনি দিল্লিবাসীকে সতর্ক থেকে মাস্ক পরে রাস্তায় বেরোতে অনুরোধ করেছেন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে জনসচেতনতা অভিযান চালাচ্ছে দিল্লি সরকার। জনগনের উচিত দায়িত্ববানের মতন মুখে মাস্ক পরে রাস্তায় বেরোনো। লকডাউনের সময়কাল থেকেই দেখা গিয়েছে যে মাস্ক কার্যকর ভূমিকা নিতে তৈরি। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে রাস্তায় লোকে মাস্ক না পড়েই বেরিয়ে পড়ছে।তাই জনসচেতনতায় জনগণকে মাস্ক পরার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লিতে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৮০৫৯।এখনো পর্যন্ত সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৮১২৯৫। নিহত ৪০০০ বেশি।

যারা বিজেপি করে তারা অবসাদে ভোগে, গোঘাটে বিজেপি কর্মীর মৃত্যুতে মন্তব্য ফিরহাদের

কলকাতা, ১৩ (হি. স.): 'যারা বিজেপি করে তারা অবসাদে ভোগে। সেই কারণে নিজের পাপ বোধ থেকে রক্ষা পেতেই আত্মহত্যা করে'। রবিবার গোঘাটে বিজেপি কর্মীর রহস্য মৃত্যু ঘিরে এমনটাই মন্তব্য করলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি এদিন বিজেপি নেতাদের নাম না করে উন্মাদ বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

গোঘাটের বিজেপি কর্মী গণেশ রায়ের (৬০) রহস্য মৃত্যুতে ফের একবার উত্তাল হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। এই প্রসঙ্গে এদিন পাল্টা বিজেপির নীতি নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ফিরহাদ হাকিম। তার কথায়, 'যারা বিজেপি করে তারাই অবসাদে ভোগে। কারণ বিজেপি করলাম, মানুষকে ঘৃণা করলাম এই ভেবে অন্যায়বোধ কাজ করে তাদের মনে।' পাশাপাশি এদিন তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'অবসাদ কাটানোর জন্য বিজেপি না করাই শ্রেয়'।

তীব্র অভিযোগ করে ফিরহাদ জানান, 'বিজেপি মরা ধরার রাজনীতি করছে। যেখানে যে মারা যাচ্ছে টেনে নিয়ে বলছে সে বিজেপির কর্মী।' এর পরেই তার কটাক্ষ, 'বিজেপির কিছু উন্মাদ নেতা একই সঙ্গে আবার বলছে মেরে দেবো,জ্বালিয়ে দেব, পুড়িয়ে দেবো'। তবে বাংলার মানুষ এই কথায় বিভ্রান্ত হবে না বলেই বিশ্বাস তার।

প্রসঙ্গত, রবিবার গোঘাটের রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকার একটি গাছে গণেশ রায় নামে বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ খুঁজে পায় স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে গাছ থেকে তার দেহ নামিয়ে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়।

গণেশ রায়ের পরিবারের দাবি, তাঁকে খুন করে গাছে টাঙিয়েছে শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। তাঁদের কথায়, শনিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন এই বিজেপি নেতা। তারপর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু অন্যান্য সময় বাড়ি থেকে কোথাও বাইরে গেলে পরিবারের লোকজনকে জানিয়ে যেতেন তিনি। এই ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল পরিবারের লোকজনের কপালেও। শেষমেশ যে তাঁর এই পরিনতি হবে তা ভাবতেও পারেননি পরিবারের লোকজন। এদিকে পুরো ঘটনায় ক্রমশ সুর চড়াচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব। একের পর এক বিজেপি কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যে গণতন্ত্র হত্যা হচ্ছে বলে দাবি করছেন তাঁরা। এমনকি গণেশ রায় মৃত্যু রহস্যের সমাধান এর জন্য সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে রাজ্য গেরুয়া শিবির।

যদিও এই যাবতীয় দাবি অস্বীকার করেছে তৃণমূল। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের কথায়, পারিবারিক বিবাদ বা এলাকায় বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই এই ঘটনা ঘটতে পারে। পুরো ঘটনাটির সম্পূর্ণ তদন্ত করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ প্রশাসন।

দিল্লির হিংসায় সীতারাম ইয়েচুরি ও অন্যান্য বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে মামলাৰ প্রতিবাদে মিছিল

বাঁকুড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দিল্লির হিংসায় সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি সহ বিরোধী নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার প্রতিবাদ জানাতে সিপিএম এর পক্ষ থেকে মিছিলের আয়োজন করা হয়। পোয়া বাগানে ব্লক অফিস প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল শু

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিকদের এক সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি- নিজস্ব।

আসন্ন অসম বিধানসভা ভোটে দক্ষিণ করিমগঞ্জে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থী দিতে বিজেপি নেতৃত্বের কাছে দাবি

নিলামবাজার (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী সাত-আট মাসের মধ্যেই অসম বিধানসভা নির্বাচন। তাই ক্ষমতাসীন দল সহ বিরোধী দলগুলোও ইতিমধ্যে রাজনৈতিক কসরত শুরু করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের টিকিট প্রত্যাশীরাও নেমে পড়েছেন মাঠে। যেহেতু রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। তাই ক্ষমতাসীন দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে একটু বেশি তৎপরতা বিরাজ করছে। করিমগঞ্জ জেলার পাঁচ আসনের মধ্যে বহু আলোচিত দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনে এবার মৎস্যজীবী সম্প্রদায় থেকে শাসক দলের প্রার্থিত্বের দাবি প্রবল হচ্ছে। বরাকভ্যালি মুসলিম ফিশারম্যান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নেজাম উদ্দিনকে বিজেপির প্রার্থী করতে নির্বাচন কেন্নের র অন্তর্গত মৎস্যজীবী সম্প্রদায় থেকে জোরদার দাবি উঠছে।

এ নিয়ে রবিবার নিলামবাজারে নির্বাচন কেন্দ্র ভিত্তিক মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এক সভায় মিলিত হন। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের স্থানীয় প্রবীণ নাগরিক ইমার আলির পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নেজাম উদ্দিনকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এদিনের সভায় প্রত্যেক বক্তা বলেন, নেজাম উদ্দিন দীর্ঘদিন থেকে একনিষ্ঠ ভাবে বিজেপির হয়ে কাজ করছেন। দলের সুখ-দুঃখের সাথী নেজাম উদ্দিন। দক্ষিণ করিমগঞ্জ এলাকায় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের প্রায় কুড়ি হাজার ভোট রয়েছে। প্রতি বছর এই সম্প্রদায়ের প্রায় আশি শতাংশ ভোট কাস্টিং হয়। নেজাম উদ্দিনকে বিজেপি টিকিট প্রদান করলে কাস্টিং ভোটের আশি শতাংশই বিজেপির পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে সভায় বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

আজ সকাল ১১টায় নিলামবাজারের যাত্রাপুর রোডে অবস্থিত মৎস্যজীবী সম্প্রদায় উন্নয়ন সমিতির সায়ী কার্যালয়ে সভা শুরু হয়। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে সভা। সভায় আগামী ২১-এর বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে দক্ষিণ করিমগঞ্জে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় থেকে প্রার্থিত্বের দাবি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আজকের সভায় বক্তব্য পেশ করেন নাসির উদ্দিন এজাজ, রেহান উদ্দিন, হেলাল উদ্দিন, নামর আলি, গিয়াস উদ্দিন, নজরুল ইসলাম, মওলানা আব্দুর রৌফ, হুসেন আহমদ, ইরফান আলি, সমসুল হক, ফয়জুর রহমান, মখলিসুর রহমান, ইদ্রিস আলি প্রমুখ।

বারুইপুর সংশোধনাগারে আত্মঘাতী বিচারাধীন বন্দী

নরেন্দ্রপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল খোদ বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনায় অভিযুক্ত বাবার বিরুদ্ধে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের বাকি সদস্যরা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার তপন ভাঙ্গর নামে ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। এরপর পুলিশ ধৃতকে বারুইপুর সংশোধনাগারে নিয়ে যায় শনিবার বিকেলে। শনিবার রাতে সেই সংশোধনাগারের বাথরুমে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন অভিযুক্ত। রবিবার সকালে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অপমানে আত্মঘাতী হয়েছেন ঐ ব্যক্তি। দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। পাসাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দক্ষিন ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত বোড়াল নতুনহাট কাজিপাড়ার বাসিন্দা তপন ভাঙ্গর। নিজের মেয়েকেই তপন দিনের পর দিন ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ নির্যাতিতার। বিগত দুবছর ধরে অভিযুক্ত বাবা মেয়েকে ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করে আসছিলেন। অভিযোগ, বাবা তার মেয়েকে ভয় দেখিয়ে ঘটনার কথা কাউকে না জানানোর হুমকি দেয়। বাবার ভয়েই সে কাউকে ঘটনার কথা বলতে পারেনি। অবশেষে সেই নির্যাতিতা বাবার এই অমানসিক অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে নিজের পিসির কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। এরপরই নির্যাতিতার পিসি নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে বিশেষ আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এরপর নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ শনিবার অভিযুক্তকে বারুইপুর সংশোধনাগারে পাঠায়। সেখানেই শনিবার রাতে সকলের অলক্ষ্যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় তপন।

২০২১ এর মার্চের মধ্যে দেশে করোনার টিকা তৈরি হয়ে যাবে, আশা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী বছরের প্রথম তিন মাসের মধ্যে দেশে করোনার টিকা তৈরি হয়ে যাবে। রবিবার এমনই আশা প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন। এদিকে, ব্রিটেনে এক স্বেচ্ছাসেবকের শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভ্যাকসিন ক্যান্ডিডেট'-এর ট্রায়াল নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করে বলেন, করোনার সম্ভাব্য টিকার পরীক্ষামূলক প্রয়োগের ক্ষেত্রে যাবতীয় সতর্কতা নিচ্ছে কেন্দ্র।

এদিন টিকার সুরক্ষা, দাম, কোল্ড-চেন, উৎপাদন সময়-সহ টিকা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি বলেন, ভারতে কয়েকটি টিকার ট্রায়াল চলছে। বর্তমানে আমরা অনুমান করতে পারব না যে কোনটা সবথেকে কার্যকরী হবে। তবে ২০২১ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যে আমরা অবশ্যই ফল জানতে পারব। ট্রায়ালের ফলাফল মূল্যায়নের সময় উৎপাদন সংস্থাগুলিকে বৃহদাকারে টিকা তৈরির পরামর্শ দেওয়া হবে। যাতে একটুও সময় নষ্ট না হয়।

ছয়ের পাতায়

ব্যক্তি মালিকানাধীন টিলাভূমি থেকে অবৈধ ভাবে মাটি কেটে পাচারের অভিযোগ, নিলামবাজার থানায় এফআইআর

নিলামবাজার (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ব্যক্তি মালিকানাধীন টিলাভূমি থেকে অবৈধ ভাবে মাটি কেটে পাচারের অভিযোগে জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিলামবাজার থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে নিলামবাজার থানাধীন রূপারগুল গ্রামে। পুলিশ তদন্তে নামলেও অভিযুক্ত ফেরার ইসলাম উদ্দিনকে এখনও আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে।

বিগত কয়েকদিন থেকে রূপারগুল গ্রামের বাসিন্দা জনৈক আব্দুল বাসিতের পাট্টাভুক্ত টিলাভূমি থেকে পার্শবর্তী পশ্চিম রূপারগুল গ্রামের ইসলাম উদ্দিন রাতের অন্ধকারে মাটি কেটে পাচার করে চলছে। বিষয়টি অবগত হয়ে আব্দুল বাসিত মাটি পাচারকারী ইসলাম উদ্দিনকে অভিযুক্ত করে শনিবার রাতে নিলামবাজার থানায় এক এফআইআর দায়ের করেন। টিলাভূমির স্বত্বাধিকারী আব্দুল বাসিত এফআইআরে লিখেছেন, তাঁর মালিকানাধীন বিস্তীর্ণ টিলাভূমিতে আগর, সুপারি ও সেগুনের বাগান ছিল। কিন্তু ইসলাম উদ্দিন তাঁর কয়েক লক্ষ টাকার বাগান ধ্বংস করে অবৈধভাবে মাটি পাচার করছে।

এফআইআর দায়ের করার পর এক মামলা রুজু করে শনিবার রাতেই পুলিশ তদন্তে নামে। তবে পুলিশ তদন্তে নামার খবর পেয়েই মাটি পাচারকারী ইসলাম উদ্দিন জেসিবি ও ট্রিপার সহ পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রূপারগুল এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা করিমগঞ্জ জেলায় ভূ-মাফিয়া, বন-মাফিয়া ও বালু-মাফিয়াদের অবাধ রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এ সম্পর্কে টেরিটরিয়াল ডিএফও জালনুর আলির বিরুদ্ধে সমগ্র জেলা জুড়ে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। জেলার বিভিন্ন স্থানে ভূ-মাফিয়া ও বন মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য দেখে ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই এখানে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে রাতের অন্ধকারে চলতে থাকে মাটি ও বালু পাচার চক্রের দৌরাত্ম্য। অতিরিক্ত মাটি ও বালু বোঝাই ছয় চাকার বড় বড় ট্রিপারের অহরহ চলাচলে গ্রামীণ সড়কগুলোও ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। ভুক্তভোগী জনতা এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের কাছে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। জেলা বন বিভাগের নিচুতলার কর্মচারী থেকে উপর তলার আধিকারিকদের যোগসাজশেই জেলায় ভূ-মাফিয়া, বন মাফিয়া ও বালু মাফিয়াদের পরিকল্পিত সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। বলা হচ্ছে, জেলা বন কর্তার জ্ঞাতসারেই করিমগঞ্জ জেলায় বন ধ্বংস যজ্ঞ চলছে।

কেবল তা-ই নয়, জেলার প্রতিটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলও চরম হুমকির মুখে। শাল, সেগুন, গামারি সহ মূল্যবান গাছ কেটে সে-সব পাচারে একটি চক্র অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জেলার কুশিয়ারা, লঙ্গাই ও সিংলা নদী থেকে প্রতিদিন বিনা চালানে শতশত গাড়ি বালু পাচার হচ্ছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে গড়ে উঠছে বিশাল বিশাল ফিশারি। এতে একদিকে যেমন মার খাচ্ছ সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব, ঠিক তেমনি বন ধ্বংসের দরুন প্রাকৃতিক পরিবেশও ভারসাম্য হারাতে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা, ২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্ত ৩২১৫ জন

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যে আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত কযেকদিনে প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩২১৫ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩০৫৪জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৬.৪০ শতাংশ। ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ৫৮ জন। রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৩,৬২৪জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ২ হাজার ৭০৮জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১লাখ ৭৫হাজার ১৩৯জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৩৯৪৫জনের। রবিবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ৫৪১টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬,৫৮৮। গত ২৪ ঘন্টায় ৫২০জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৪০,৯৫৫জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১২জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৪৭৩জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪১৬৯জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫২৭জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬৫৬জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৭হাজার ৩১৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৪লাখ ৭০হাজার ৫৮টি। এখন রাজ্যে ৭৬টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আন্তরিকভাবে চায় না ছাত্র- ছাত্রীরা ভালোভাবে পরীক্ষা দিক, নিট নিয়ে রাজ্যকে তোপ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি স): নিট পরীক্ষার নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তুঙ্গে। রবিবার শহরজুড়ে চলল সর্বভারতীয় মেডিকেল প্রবেশিকা নিট। এরই মাঝে "আন্তরিকভাবে চায় না ছাত্র ছাত্রীরা ভালোভাবে পরীক্ষা দিক" রাজ্য সরকারকে একহাত রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের। এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, " আন্তরিকভাবে চায় না ছাত্র ছাত্রীরা ভালোভাবে পরীক্ষা দিক।

ছয়ের পাতায়

রোহিত শর্মার প্রশংসায় পঞ্চমুখ পাক কিংবদন্তি জাহির আব্বাস

ইসলামাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মার প্রশংসায় পঞ্চমুখ পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার জাহির আব্বাস।তিনি বলেন, রোহিত শর্মা একজন ক্লাসিক্যাল প্লেয়ার। পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানদের রোহিতকে দেখে শেখা উচিত।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাক্তন পাক তারকা স্পষ্ট জানালেন, রোহিতের ব্যাটিং তাঁর বিশেষ পছন্দের। ইউটিউব শো কট বিহাইন্ডে জাহির আব্বাস বলেন, "রোহিত শর্মা একজন ক্লাসিক্যাল প্লেয়ার। আমি সত্যিই ওর খেলা দেখতে পছন্দ করি। ও বলের মেরিট অনুযায়ী ব্যাট করে। ও শট তৈরি করতে পারে।"

পাক কিংবদন্তি হিটম্যানের ব্যাটিং প্রসঙ্গে আরও বলেন, "আমার চোখ থাকে রোহিত কীভাবে শট নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ করে, সেদিকে। কীভাবে ও ছক্কা হাঁকায় ও বাউন্ডারি মারে। একজন প্লেয়ার, যার হাতে সব ধরণের শট রয়েছে, সব ফর্ম্যাটে সমান কার্যকরী, তাকে অসাধারণ বলা ছাড়া উপায় নেই।"

শেষে জাহির আব্বাস জানান, যদি পাক ক্রিকেটারদের মনে হয় রোহিত ভাল ব্যাটসম্যান, তবে ওদের উচিত ভারতীয় তারকাকে দেখে শেখা। তাঁর কথায়, "যদি তুমি বলো যে, রোহিত শর্মা ভালো ব্যাটসম্যান, তবে ওকে দেখে তোমার শেখা উচিত। ওর ব্যাটিং ভালো করে লক্ষ্য করো। দেখ কীভাবে ও খেলছে। ওর টেকনিকের দিকে নজর দাও। আমি হানিফ মহম্মদ, রোহন কানহাইকে দেখে শিখেছি। ওদের কাছে কখনও ট্রেনিং নিতে যাইনি।'

কঙ্গোর সোনার খনিতে ধস, নিহত অন্তত ৫০ জন নিহত

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কঙ্গোয় ভয়াবহ সোনার খনি দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৫০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। সে দেশের পূর্বাঞ্চলের দক্ষিণ কিভু প্রদেশে কামিতুগা শহরের কাছে তিনটি স্বর্ণ খনিতে ধস নামে। সে সময় ওই সমস্ত খনিতে ৫০ জনের বেশি কাজ করছিলেন। মাটির স্তূপের তলায় তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই চাপা পড়ে গিয়েছেন। গত কয়েকদিন থেকে ওই এলাকায় একনাগাড়ে প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে, যার জেরে এই বিপর্যয় বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

কামিতুগার মেয়র অ্যালেক্সজান্দ্রে বুন্দিয়া জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকাল ৩টা নাগাদ হঠাৎ দেওয়াল ভেঙে খনিতে জল ঢুকতে শুরু করে। খনিতে কর্মরত শ্রমিক ও পরিবহন কর্মীরা জলের তোড়ে ভেসে যান বলে জানিয়েছেন তিনি।

মেয়র আরও জানিয়েছেন, উদ্ধারকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। পাম্পের মাধ্যমে দুর্ঘটনাগ্রস্ত খনিগুলি থেকে জল ছেঁচে বের করার কাজ চলছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ধসে পড়া খনি তিনটি ৫০ মিটার গভীর। দুর্ঘটনার সময় অন্তত ৫০ জন

ছয়ের পাতায়

গুয়াহাটিতে রাজ্যের প্রথম জেনেরিক ফার্মাসির উদ্বোধন, ৮০ শতাংশ রেহাইমূল্যে মিলবে ওষুধ

গুয়াহাটি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রবিবার গুয়াহাটিতে রাজ্যের প্রথম জেনেরিক ফার্মাসির উদ্বোধন হয়েছে। প্রত্যেক ওষুধ ৮০ শতাংশ রেহাইমূল্যে গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সে অনুযায়ী ১০০ টাকার ওষুধ মিলবে মাত্র ২০ থেকে ২৫ টাকায়।

আজ গুয়াহাটি মহানগরের লালগণেশে অবস্থিত ভারতীয় জীবন বিমা সেটেলাইট কার্যালয়ের বিপরীতে জেনেরিক ফার্মাসিটির উদ্বোধন করেছেন জাভা ইন্ডিয়ার রিজিওনাল আধিকারিক বিজিত রায়। ফার্মাসির স্বত্বাধিকারী কৌশিক চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে জানান, প্রায় সব রোগের ওষুধ পাওয়া যাবে জাভা ইন্ডিয়ার এই জেনেরিক ফার্মাসিতে। তিনি জানান, গোটা অসমে এই প্রথম জেনেরিক মেডিসিনের ফার্মাসি খোলা হয়েছে। কেবল ওষুধই নয়, তাঁর ফার্মাসিতে ওষুধের পাশাপাশি টুথব্রাশ, টুথপেস্ট থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রসাধনী সামগ্রীও পাওয়া যাবে।

কৌশিক চক্রবর্তী জানান, সাধারণ ফার্মাসিতে যে সব ওষুধ ১০০ টাকায় পাওয়া যায়, তাঁদের জেনেরিক ফার্মাসিতে সেই অশুধ ২০ থেকে ২৫ টাকায়, অর্থাৎ ৮০ শতাংশ রেহাই মূল্যে উপলব্ধ হবে। তিনি জানান, ক্যানসার, কিডনি, ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে সব ধরনের জীবনদায়ী ওষুধ এই ফার্মাসিতে পাওয়া যাবে। তবে এ মহূর্তে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ রোগের ওষুধ উপলব্ধ হবে, জানান কৌশিক চক্রবর্তী।

করোনা কীভাবে শ্বাসযন্ত্রে আক্রমণ করছে, ছবির প্রকাশ করলেন বিজ্ঞানীরা

লন্ডন, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করোনা ভাইরাস কীভাবে শ্বাসযন্ত্রের কোষগুলিকে আক্রমণ করছে, কীভাবে ছড়াচ্ছে সংক্রমণ, ছবির মাধ্যমে তা বুঝিয়ে প্রকাশ করলেন বিজ্ঞানীরা। সে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ফুসফুসের ভিতরের প্রতিটি কোষে একাধিক সংখ্যক ভাইরাস থাবা বসাচ্ছে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে।

নর্থ ক্যারোলিনা চিনড্রেন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইউনিভার্সিটির গবেষক ক্যামিলি এর গবেষণাগারে এই সার্স-কোভ ২ জীবাণুর সংক্রমণের ছবি তুলেছেন এবং তা গ্রাফিক্যাল ব্যাখ্যা-সহ প্রকাশ করেছেন। এই প্রথম এত খুঁটিয়ে জানা গেল ভাইরাসটির সংক্রমণ ঘটানোর পথটি।

জানা গেছে, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপে ৯৬ ঘণ্টা ধরে লাগাতার স্টাডি করায় ধরা হয়েছে শ্বাসযন্ত্রে ভাইরাসের সংক্রমণের ছবি। প্রথমে শ্বাসযন্ত্রের কোষ থেকে কলা, কলা থেকে গোটা যন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ার ছবি দেখা গিয়েছে সেখানে।

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনে এই গবেষণা-পরবর্তী ছবি প্রকাশিত হয়েছে। ছবিগুলি বোঝার সুবিধার জন্য বিভিন্ন রং করা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্পষ্ট দেখানো হয়েছে, ফুসফুসের বাইরের দিকে এপিথেলিয়াল কোষের গায়ে লোমশ অংশে মিউকাসের মতো পদার্থ তৈরি করছে ভাইরাস। সেখানেই বাড়ছে সংখ্যা। শুধু তাই নয়, সেগুলি আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি আসা অন্য ব্যক্তির টিস্যুগুলিতে সংক্রমণ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

এই ছবি তৈরির পেছনে গবেষকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের দেহে করোনাভাইরাসের গঠন এবং ঘনত্ব নির্ণয় করা। তা করতে সফল হয়েছেন তাঁরা। এই ছবি দেখার পরে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই প্রথম এত স্পষ্ট ছবি মিলল ভাইরাসের সংক্রমণের পদ্ধতির। এতে প্রতিরোধী গবেষণা করতে আরও সুবিধা হবে।

গবেষকরা জানিয়েছেন এই ছবি তৈরির গবেষণাটি মানুষের শ্বাসযন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রতিটি কোষে করোনার যে জীবাণু তৈরি হচ্ছে ও বাড়ছে সংখ্যায়, তা দেখতে ও বুঝতে খুবই জরুরি ভূমিকা পালন করবে। ছবিতে একথাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, যে একসঙ্গে বেশি সংখ্যক জীবাণু আক্রমণ করলে, তা একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিতে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও যথেষ্ট বেশি।

ফলে যতদিন না ভ্যাকসিন তৈরি হচ্ছে, ততদিন এ ভাইরাস যাতে শরীরে ঢুকতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করাই একমাত্র উপায়। কারণ একবার শরীরে ঢুকে শ্বাসযন্ত্র পর্যন্ত পৌঁছে গেলে, তাকে রোখা সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে। তাই সর্বদা মাস্কের ব্যবহার এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয়।

নবজাতক শিশুসন্তান বিক্রির দায়ে গ্রেফতার তেজপুরের ডাক্তার মাজহার-উল

তেজপুর (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডাক্তারি পেশায় জালিয়াতি, অবৈধ ভ্রূণহত্যা, ভূমি জবরদখল সমেত একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত জনৈক ডাক্তারকে গ্রেফতার করেছে তেজপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্ত ডাক্তারের নাম মাজহার-উল সুলতান ওরফে সুলতান মরল ওরফে এম সুলতান। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৯৩ / ৪২০ / ১০৯ / ৩৭০ / ৩৪ ধারায় ১৫০৬/২০২০ নম্বরে মামলা রুজু করে রবিবার গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত ডা. মাজহার-উল সুলতানকে।

মধ্য অসমের শোণিতপুরের ডিএসপি ড় রশ্মিরেখা শর্মা প্রদত্ত তথ্যে জানা গেছে, একটি বেসরকারি হাসপাতালে জনৈক রহিলা বেগম নামের মহিলা একটি সন্তান জন্ম দেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর রহিলা বেগমকে নাকি জানানো হয় তিনি মৃত সন্তান জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন যে তাঁর সন্তান বেঁচে আছে। গোটা এই ঘটনার সঙ্গে ওই প্রসূতির স্বামী গুলজার হুসেন এবং তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী হাসিনা বেগম জড়িত থাকারও অভিযোগ রয়েছে। এ সম্পর্কে তেজপুর থানায় এক এফআইআর দায়ের করেন প্রসূতি রহিলা বেগম। এফআইআর-এর ভিত্তিতে মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে নবজাতক সন্তানকে তার মায়ের কোলে এনে দেয়।

ডিএসপি ড় শর্মা জানান, পুলিশ রহিলার স্বামী গুলজার এবং তার প্রথমা স্ত্রী হাসিনাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে আরও গোপন তথ্য জানতে পারে। ওই তথ্যে মাজহার-উল সুলতান নামের বিতর্কিত ডাক্তার জড়িত বলে জানতে পারেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার।

তথ্য দিতে গিয়ে ডিএসপি ড় রশ্মিরেখা শর্মা জানান, সন্তান জন্ম দেওয়ার পর প্রসূতির স্বামী গুলজার হুসেন এবং তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী হাসিনা বেগম ডা. মাজহার-উল সুলতানের সঙ্গে যোগসাজশ করে নবজাতককে বিক্রি করে দেয়। তাঁর কথা, তেজপুরে জাতীয় সড়কের পাশে ডা. মাজহার-উলের ঘর ও তাঁর কর্মস্থল বেসরকারি হাসপাতালে তালাশি চালায়। তালাশি চালিয়ে পুলিশ জানতে পারে, উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েছিল নগাঁও জেলার অন্তর্গত ধিঙের বাসিন্দা মাজহার-উল নামে অভিযুক্ত ওই ডাক্তার। তার পর তিনি গোয়ালপাড়া থেকে তিন বছরের প্যারামেডিক্যালের একটি পাঠ্যক্রম পাঁচ বছরে সমাপ্ত করেন। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত ডাক্তার তাঁর ডাক্তারি ডিগ্রির কোনও নথিপত্র দেখাতে পারেননি।

ডিএসপি ড় শর্মা আরও জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ডাক্তার নিজের ব্যবহৃত নথিপত্রে নিজেকে এমবিবিএস এলএম বলে পরিচয় দেন। গত ১৫ বছরে বিতর্কিত ওই ডাক্তার একাধিক বিতর্কে জড়িয়েছেন বলেও নাকি অভিযোগ রয়েছে। ওই ডাক্তার তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য নানা সময় সাধারণ জনতার রোষেও পড়েছেন বলে জানান ডিএসপি ড় রশ্মিরেখা শর্মা।

কঠিন সময়ে সাধারণের পাশে অগ্নিমিত্রা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি স):দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরে রাজ করছে করোনা।করোনা আতঙ্কে গৃহবন্দী শহরতলী। কিন্তু কঠিন সমস্যায় এবার সাধারণের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন বিজেপি মহিলা মোর্চা নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সাধারণের পাশে দাঁড়ালেন বিজেপি মহিলা মোর্চা নেত্রী।

যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা আতঙ্কে কোণঠাসা সকলে। তবে কঠিন সময় সাধারণের পাশে দাঁড়ালেন বিজেপি মহিলা মোর্চা নেত্রী। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা পরিদর্শন করেন অগ্নিমিত্রা পাল। পাথর প্রতিমা ও নামখানার অভাবী ও আর্থিকভাবে প্রতিবন্ধী মহিলাদের ১০০০ স্যানিটারি ন্যাপকিনস এবং শুকনো খাবার বিতরণ করেন তিনি।

রবিবার আগরতলা ফিট ইন্ডিয়া আয়োজিত এক র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

ডায়াবেটিসে তুলসি পাতা উপকারিতা

তুলসি পাতার রসে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা নানা রোগ সারাতে দারুণ কাজ করে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে তুলসি পাতা খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি ঘটে, সেই সঙ্গে নানা ধরনের সংক্রামণ হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সেই কারণেই নিয়মিত তুলসি পাতা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সুগারের সবথেকে বড় শত্রু। আর এই উপাদানটি বিপুল পরিমাণে রয়েছে তুলসি পাতায়। যদি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে কয়েকটি তুলসি পাতা চেবানো যায়, তাহলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত কমতে শুরু করে। তবে এক সঙ্গে অনেক তুলসি পাতা খেয়ে নিলে কিন্ত হঠাৎ করে শর্করার মাত্রা কমে গিয়ে অন্য বিপদ হতে পারে। তাই সামান্য করে তুলসি পাতা খাওয়া উচিত।

শরীরে অ্যান্টি স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে তুলসি পাতা দারুণ কাজে দেয়। ফলে স্ট্রেস লেভেল কমতে শুরু করে। তুলসি পাতায় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-স্ট্রেস এজেন্ট রয়েছে, যা রক্ত চলাচল বাড়িয়ে দেয়। ফলে শরীরে উপস্থিত নানা ক্ষতিকর উপাদানের শক্তি কমাতে থাকে, সেই সঙ্গে কমতে শুরু করে মানসিক চাপও।

হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়ায় ইউজেনল নামে বিশেষ এখ ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে তুলসি পাতায়, যা রক্তচাপ এবং কোলেস্টরলের মাত্রাকে স্বাভাবিক রাখে এই দু'টি জিনিস নিয়ন্ত্রণে থাকলে হার্টের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আপনি যদি কোনও রকম হার্টের রোগে ভুগে থাকেন তাহলে রোজ সকালে খালি পেচে কয়েকটি তুলসি বাতা বিবিয়ে খান। দেখবেন অপ্প দিনেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।ফুসফুসের ক্ষমতা বাড়ায়। কিছু গবেষণা থেকে জানা যায় তুলসি পাতায় উপস্থি ক্যাম্পেইনে, ইগোয়েনাল এবং সিনেওল নামক উপাদান, ফুসফুস সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ কমানোর পাশাপাশি লাং-এর কর্মক্ষমতা বাড়তে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্রঙ্কাইটিসের মতো রোগের চিকিৎসাতেও তুলসি পাতা দারুণ ভাবে সাহায্য করে থাকে।

ক্যান্সার রোগকে দূরে রাখে। প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি কার্সিনোজেনিক প্রপাটিজ এবং অ্যান্টি-অক্সডেন্ট থাকায় তুলসি পাতা খেলে ক্যান্সার রোগও দূরে পালায়। একাধিক গবেষণা অনুসারে রোজ যদি তুলসি পাতা চিবিয়ে খাওয়া যায়, তাহলে ব্রেস্ট এবং ওরাল ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমতে শুরু করে। ফলে নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আসঙ্কা কমে যায়। দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হয়। নান রকম ছোট বড় চোখের সমস্যা দূর করতে তুলসি পাতার কোনও বিকল্প নেই। ভিটামিন-এ'র ঘাটতির কারণে যে যে চোখের রোগ হয়, সেগুলির প্রকোপ কমাতে দারুণ কাজে আসে তুলসি পাতা কারণ তুলসি পাতায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিল এ রয়েছে।

জলপাই ফলের স্বাস্থ্যের উপকারিতা

জলপাই তার নানাবিধ স্বাস্থ্য উপকারিতার জন্য সুপরিচিত এবং এটি রান্নায় ও সৌন্দর্য কাজে ব্যবহার করা হয় ব্যাপকভাবে। কিন্তু জলপাই পাতা উপেক্ষিত থেকে গেছে। প্রাচীন মিশরে ওষুধ হিসেবে প্রথমব্যবহার করা হয় জলপাইপাতা এবং জলপাই পাতা ছিল স্বর্গীয় শক্তির প্রতীক. ১৮০০ শতকের গোড়ার দিকে জলপাই পাতার রস জ্বর কমাতে ব্যবহার করা হত। ১৮০০ শতকের মধ্যভাগে ম্যালেরিয়া নিরাময়ে চায়ের সাথে ব্যবহার করা হত এই রস। ১৯০০ শতকের প্রথম দিকে এর অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিভাইরাল উপাদানের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিভিন্ন গবেষণায় জলপাই পাতার ওষধি গুণাগুণ প্রমাণিত হয়েছে। জলপাই পাতায় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি ইনফ্লামেটবি, অ্যান্টি ফাঙ্গাল, ও অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল উপাদান থাকে। এই ৪টি কারণে জলপাইপাতার রস আপনার ত্বককে স্বাস্থ্যকর তরুণ ও সুন্দর করে। জলপাই পাতার স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো হচ্ছে— সর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে রক্ষা করে যদি

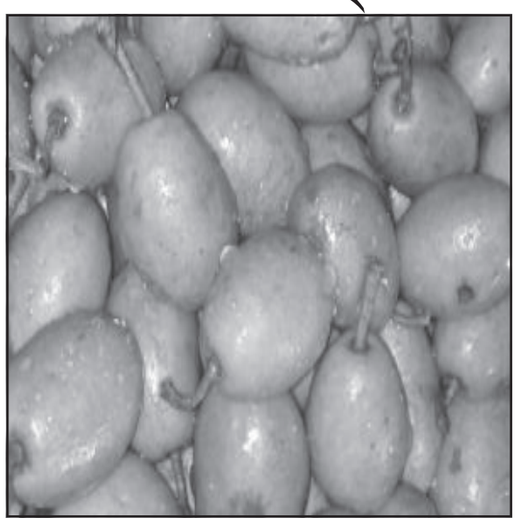

আপনাকে দীর্ঘক্ষণ সূর্যরশ্মির সংস্পর্শে থাকতে হয় তাহলে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে আপনার ত্বক স্থিতিস্থাপকতা হারায় এবং ত্বকের পুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে জলপাই পাতার নির্যাসে ওলিউরোপেইন নামক উপাদান থাকে। এটি ত্বকের পুরো হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে এবং মেলানিনের উৎপাদনকে ধীরগতির করে। ক্যান্সাররোধক হিসেবে কাজ করে— গবেষণায় দেখা গেছে যে জলপাই পাতার ক্যান্সার কোষের প্রজননকে ধীর গতির করার মাধ্যমে ত্বকের টিউমারের বৃদ্ধি কমতে সাহায্য করে। অন্য একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে জলপাই পাতার রস ব্রেস্ট ক্যান্সার কার্যকারিতা কমাতে পারে। অ্যান্টি এজিং উপাদান আছে যেহেতু জলপাই পাতার রস ক্যান্সার কোষের প্রজননকে ধীর গতির করার মাধ্যমে ত্বকের টিউমারের বৃদ্ধি কমতে সাহায্য করে। অন্য একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে জলপাই পাতার রস ব্রেস্ট ক্যান্সার কার্যকারিতা কমাতে পারে। অ্যান্টি এজিং উপাদান আছে যেহেতু জলপাই পাতার রস ক্যান্সার কোষের প্রজননকে ধীর গতির করার মাধ্যমে ত্বকের টিউমারের বৃদ্ধি কমতে সাহায্য করে। অন্য একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে জলপাই পাতার রস ব্রেস্ট ক্যান্সার কার্যকারিতা কমাতে পারে। অ্যান্টি এজিং উপাদান আছে যেহেতু জলপাই পাতার রস ত্বক পুরো হয়ে যাওয়া ও ত্বকের ইলাস্টিসিটি নষ্ট হওয়া রোধ করতে পারে সেহেতু ত্বকের অকালবার্ধক্য প্রতিরোধে ও বলিরেখা দূর করতেও ত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখে জলপাই পাতার রস। কারণ এতে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। ক্ষত ভালো করে ২০১১ সালে মেডিসিনাল প্ল্যান্ট নামক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানা যায় যে জলপাই পাতার নির্যাস সাধারণ অয়েন্টমেন্টের চেয়ে দ্রুত ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে. কারণ এতে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। ছোট কোন কাটা ছেঁড়া ও ফুসকুড়ির মধ্যে জলপাই পাতার নির্যাস দিলে দ্রুত ভালো হয়ে যায়। চুলের জন্য উপকারি— জলপাই এর রসের মতোই জলপাই পাতার রস ও চুলকে মসৃণ এবং উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে। এই রস চুলের গোড়ার ফলিকলের মধ্যে প্রবেশ করে চুলকে আর্দ্র দীপ্তিময় করতে সাহায্য করে। রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে— রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে বলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জলপাই পাতার রস ব্যবহার হয়ে আসছে। এটি শুধু কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমকেই স্বাস্থ্যকর রাখতে সাহায্য করে না বরং সাধারণ ঠান্ডা ও জ্বরের উপসর্গ কমতেও সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে বয়স জনিত রোগ যেমন--- ডিমেনশিয়া ও আলজেইমার্স এর উপসর্গ কমতে সাহায্য করে জলপাই পাতার নির্যাস। আর্থ্রাইটিসের প্রাকৃতিক প্রতিকার হিসেবে কাজ করে জলপাই পাতার রস। এছাড়াও জলপাই পাতার নির্যাস রক্তচাপ কমায় ও খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমতে সাহায্য করে এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। জলপাই পাতা সংগ্রহ করে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে ১৫০ বা তার নীচের তাপে বেক করে নিন। তারপর এগুলোকে গুঁড়ো করে ছেঁকে রাখুন। এক কাপ গরম জলে ১ টেবিলচামচ শুকনা জলপাই পাতার রস মিশিয়ে ১০ মিনিট জ্বাল দিন। উপকারিতা লাভের জন্য প্রতিদিন এক কাপ জলপাই পাতার রসের চা পান করুন। স্বাদ যদি তিক্ত মনে হয় তাহলে এর সাথে মধু বা লেবু মিশাতে পারেন।

কার্পেট দিয়ে যেভাবে দেয়াল সাজাবেন

ননশিল্পের এই উপকরণ দিয়ে দেয়াল রাঙাতে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। আর সেসব বিষয়গুলোই নীচে দেওয়া হল

শুধউ কার্পেট দিয়েও ঘরের সৌন্দর্য বর্ধন করা সম্ভব। এজন্য বেছে নিতে হবে সুন্দর হাতের কাজ করা একটি কার্পেট। এই কার্পেট দেয়ালে ঝুলিয়ে তার উপর এখটি স্পটলাইট বসিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই অন্দরসজ্জায় আসবে শৈল্পিক ছোঁয়া।

কয়েক টুকরা কার্পেঠ জোড়া দিয়ে পুরো একটি দেয়াল সাজিযে নিতে পারেন। এতে দেয়ালে নতুন করে রং করার ঝামেলা পোহাতে হবে না, খরচ বাঁচবে, রংয়ের গন্ধ সইতে হবে না বরং পাবেন রঙিন একটি দেয়াল। আবার প্রয়োজনে খুলেও ফেলতে পারবেন যখন তখন।

দেয়ালে চিত্রকর্ম ঝোলানো ক্ষেত্রেও পেছনে আলাদা রং যোগ করতে কার্পেট ব্যবহার করতে পারেন। এতে চিত্রকর্মটির সৌন্দর্য আরও বেশি আকর্ষণীয় হবে। কার্পেটে করা ছোট ছোট শিল্পকর্ম কাজে লাগাতে পারেন দেয়াল সাজাতে। দেয়ালের উপর থেকে নীচে কিংবা ডান থেকে বামে পাশাপাশি এই কার্পেটগুলো বসিয়ে মনের মতো করে দেয়াল সাজাতে পারবেন। ছোট গালিচাও ব্যবহার করতে পারেন উঁচু দেয়াল তেকে ঝোলানোর ক্ষেত্রে উঁচু থেকে ঝোলানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মোটিফের 'বোহেমিয়ান' ছোট গালিচা ব্যবহার করলে অন্ত ছিঁড়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে।

গর্ভকালীন সময়ে কোমর ব্যথা দূর করতে করণীয় কিছু নিয়ম মায়েদের জন্য

নারী জীবনের একটি বড় স্বপ্ন হল মা হওয়া। তবে এ সময় একজন গর্ভবতী মায়ের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোমর ব্যথা তার মধ্যে অন্যতম। বিশেষ করে তৃতীয় ট্রাইমিস্টার বা গর্ভকালীন শেষভাগে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। আমাদের মেরুদন্ডের লাম্বার রিজন বা কোমরে অংশে একটি সি আকৃতির কার্ব বা বাঁকা অংশ থাকে, যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় লাম্বার লরডোর্টিক কার্ভ বলা হয়। এটি আমাদের কোমরকে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। গর্ভকালীন সময়ে, বিশেষ করে শেষ তিন মাসে যখন বাচ্চার ওজন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে তখন মায়ের পেটের আকৃতিও বাড়তে থাকে। এতে এই বাড়তি ওজন বহন করতে মায়ে মেরুদন্ডের কোমরের অংশের মাংসপেশিগুলোকে বেশি একটিভ বা সক্রিয় থাকতে হয়। পাশাপাশি গর্ভবতী মা পেটের বাড়তি ওজন বহন করে কিছুটা পিছনের দিকে বাঁকা হয়ে যায়। এতে কোমরের মাংসপেশি ও স্পাইনাল লিগামেন্টগুলো ফেটিগ বা দুর্বল হয়ে যায়, তখন ব্যথা অনুভূত হয়। যেহেতু এই সময় ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়, তাই সাধারণত মায়েরা ব্যথা সহ্য করে থাকেন। তবে প্রসব পরবর্তী সময়ে এই ওভার একটিভ মাংসপেশিগুলো আরো বেশি শিথিল ও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ব্যথা আরো বেড়ে যায়। তবে অনেকেই ধারণা করে থাকেন সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য একটি ইজকেশন দেওয়ার পর থেকে ব্যথা শুরু হয়েছে। তবে ইনজেকশন ব্যথার জন্য দায়ী নয়। মূলত, কোমরের মাংসপেশি, লিগামেন্ট ও লাম্বার লাইনের স্বাভাবিক বক্রতা বেড়ে যাওয়ার ফলে এই ব্যথার সৃষ্টি হয়।

করণীয়— গর্ভকালীন সময়ে কোমর ব্যথা যেহেতু ব্যথানাশক ওষুধ ব্যবহার করা যায় না, তাই ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা অনেক উপকারী। এক্ষেত্রে সুপারফিসিয়াল থার্মোথেরাপির পাশাপাশি কিছু থেরাপিউটিক ব্যয়াম করতে হয়। যেমন— স্ট্যাটিক ব্যাক মাসল এক্সসারাইজ, পেলভিক ব্রিজিং এক্সারসাইজ ইত্যাদি। এগুলো গর্ভকালীন কোমরের মাংসপেশির শক্তি বজায় রাখে এবং গর্ভকালীন কোমর ব্যথা অনেকাংশে কমায়। এসব পরবর্তী ফিজিওথেরাপি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে কোমর ও পেটের শিথিল হয়ে যাওয়া মাংসপেশিগুলো শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কিছু থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ বা ব্যায়াম করতে হবে। যেমন পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ, ব্যাক মাসল স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ, অ্যাবডোমিনাল এক্সারসাইজ ইত্যাদি। ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যায়াম করলে প্রসব পরবর্তী কোমর ব্যথা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।

পেস্তা বাদামের পুডিং

উপরকণ: দুধ আধা লিটার। কর্নফ্লাওয়ার ৩ টেবিল -চামচ। গুঁড়া চিনি আধা কাপ। ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ। ডিমের কুসুম ২টি। পেস্তা বাদাম গুঁড়া ১ কাপ। সবুজ খাবার রং পরিমাণ মতো। আনসল্টেড বাটার ২ টেবিল -চামচ। লবণ ১ চিমটি।

পদ্ধতি: প্রথমে একটি পাত্রে দুধ জ্বাল দিন বলক আসা পর্যন্ত। এবার এতে একে এক চিনি, ফেটানো ডিমের কুসুম, বাটার, লবণ, ভ্যানিলা এসেন্স, খাবার রং এবং পেস্তা বাদামের গুঁড়া ভালো করে মিশিয়ে নিন যাতে দলা পাকিয়ে না যায়।

এরপর একটি বাটিতে সামান্য ঠাণ্ডা দুধের সঙ্গে কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে পাত্রে দুধে ঢেলে জ্বাল দিন। ঘন হয়ে এলে চুলা তেকে নামিয়ে সার্ভিং বাটিতে ঢেলে ফ্রিজে দিয়ে দিন। ঠাণ্ডা করে পরিবেশন করুন দারুণ সুস্বাদু পেস্তা পুডিং।

ঠাণ্ডা নাকি গরম কোন কফি ভালো

উষ্ণ জলীয় হিসাবে কফি বেশি পরিচিত। তবে শীতল পলীয় হিসেবেও কফির জনপ্রিয়তা কম নয়। তাহলে এই দুটির মধ্যে কোনটি ভালো।

গরমে 'আড়স কফি' প্রাণ যেমন জুড়ায় তেমনি শীতে এক্সপ্রেসো শট কিংবা 'লাতে' দিতে পারে উষ্ণ অনুভূতি। তবে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে পুষ্টিবিজ্ঞানের বরাত দিয়ে জানায়, গরমের চাইতে কফির শীতল জলীয় বেশি উপকারী।

গরমে শরীর শীতল করতে পছন্দের কোমল জলীয়, আইসক্রিম, লেমোনেইড বা তাজা ফলের রস পান করি। তবে পছন্দের জলীয় কফি খাওয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রার পার্থক্য খুব একটা বড় বিষয় নয়। ঠাণ্ডা ও গরম নির্বিষেশে কফি পান করা হয়।

শনিবার আগরতলায় বিশ্ব সনাতন সেনা আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

১১ ঘণ্টায় ২৪ কিমি দীর্ঘ খাঁড়া দুর্গম পাহাড় পায়ে হেঁটে বস্তিবাসীর কাছে অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু, নজিরবিহীন ঘটনার প্রশংসায় আলোড়ন

ইটানগর, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : টানা ১১ ঘণ্টায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ খাঁড়া পাহাড় পায়ে হেঁটে বস্তিবাসীর খোঁজখবর নিয়েছেন অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। নজিরবিহীন এ ঘটনায় লজ্জায় মুখ লুকোচ্ছেন রাজ্যের অন্য মন্ত্রী ও বিধায়করা। কেননা, মন্ত্রী বা বিধায়কদের জনসংযোগ মানেই কানে ভেসে উঠবে হুটারের শব্দ আর দীর্ঘ গাড়ির কনভয়। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম বলে এতদিন অভ্যস্ত ছিলেন আমজনতা। এছাড়া অধিকাংশ মন্ত্রী তো আবার ন্যস্ত স্বার্থ ছাড়া গাড়ির ভেতর থেকে নামতেই রাজি হন না। দূর থেকেই একাংশ মন্ত্রী বা বিধায়ক জনতার খোঁজ নিতেই পছন্দ করেন। কিন্তু মানুষের ধারণা পাল্টে দিয়েছেন রাজ্যের তরুণ মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু।

আরামপ্রিয় এ ধরনের মন্ত্রী বা বিধায়কদের কথা বাদ দিলে ভারতে এমনও মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন যাঁরা নিজেদের যাবতীয় আভিজাত্য শারীরিক কষ্ট ভুলে দুর্গম পথ অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের খবর নিতে ছুটেন প্রত্যন্ত বস্তি এলাকায়। এ রকম দুর্গম পাহাড়ি পথ পায়ে হেঁটে মানুষের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আমজনতার কাছে আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যাপক চর্চায় এসেছেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। জানা গেছে, বস্তির সহজসরল মানুষ পেমা খান্ডুর শরীরে হাত দিয়ে স্পর্শ করে মুখ্যমন্ত্রী কী জিনিস তা বোঝার চেষ্টা করেছেন। কেননা, তাঁদের পাহাড়ি বস্তিতে এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে দর্শন দিয়েছেন। এ ঘটনায় বস্তিবাসী বেজায় উচ্ছ্বসিত, আহ্লাদিতও।

পেমা খান্ডু এভাবে একাকি তাওয়াং থেকে ৯৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল লুগুথাং পাহাড়ি আদিবাসী অজগ্রামে পায়ে হেঁটে সেখানকার বাসিন্দাদেরর খোঁজখবর নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত লুগুথাং বস্তিতে খান্ডু পদব্রজে যাত্রা করে ১১ ঘণ্টায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। ১১ ঘণ্টায় ২৪ কিলোমিটার অতি দুর্গম পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নেওয়ার ঘটনা এখন অসংখ্য মানুষকে হতবাক করার পাশাপাশি বহু আরামপ্রিয় মন্ত্রী ও বিধায়কদের রীতিমতো লজ্জার মুখে ঠেলে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, পেমা খান্ডুর বাবা দরজি খান্ডুও অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ২০১১ সালের ৩০ এপ্রিল তাওয়াং থেকে ইটানগরে আসার পথে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।

বাদল অধিবেশনের আগে করোনায় আক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গের দুই সাংসদ

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত হলেন পশ্চিমবঙ্গের দুই সাংসদ। বাদল অধিবেশনের আগে করোনায় আক্রান্ত বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। পাশাপাশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ শান্তা ছেত্রী। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। তার আগে প্রত্যেক সাংসদের করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছেন স্পিকার। সেই নির্দেশ অনুসারে করোনা পরীক্ষা করান সুকান্ত মজুমদার ও শান্তা ছেত্রী। শনিবার রাতে ২ জনের রিপোর্টই পজিটিভ এসেছে।

সংসদের বাদল অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লিতে গিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। রবিবার এক ফেসবুক লাইভে নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানান সুকান্ত মজুমদার। জানান আপাতত ১০ দিন দিল্লিতে নিজের ফ্ল্যাটে আইসোলেশনে থাকবেন তিনি। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন সাংসদ।

এদিকে শান্তাদেবী পরীক্ষা করিয়েছিলেন দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে। রবিবার তাঁর দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসার তাঁর আর দিল্লি যাওয়া হচ্ছে না। দার্জিলিংয়েই রয়েছেন শান্তা দেবী। শিলিগুড়ির করোনা হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেন তিনি।

ফেসবুকে শান্তা ছেত্রী লিখেন, 'আমি আপনাদের জানাতে চাই যে আমি কোভিড -১৯ এর সর্বশেষ শিকার। গত দুই সপ্তাহে যারা আমার সংস্পর্শে এসেছেন তাদের সবাইকে কোভিড -১৯ পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছি। রিপোর্টে না আসা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সরকারি পদ্ধতি মেনে চলুন'। এদিন তার দিল্লি যাওয়ার কথা থাকলেও বাধা হল করোনা। তার কাছে রিপোর্টে পৌঁছতেই সব সূচি ভেস্তে গেল।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনে একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রতিনিধি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়ের দেহে। শনিবার বিকেলে আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারির করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

মুদিয়ালির কাছে ট্রাম লাইনে ধস

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা আবহের মাঝেই এবার ট্রামলাইনে ধস। রবিবার মুদিয়ালির কাছে লাইনে ধস। আপাতত বন্ধ ট্রাম চলাচল।

রবিবারের সকাল তখনও শুরু হয়নি তেমন ব্যস্ততা। হঠাৎই মুদিয়ালির কাছে ট্রাম লাইনে ধস। গর্ত হয়ে গিয়েছে অনেকটাই। যাকে বলে একেবারে বিপদজনক অবস্থা হয়ে রয়েছে। যদিও এদিন ছুটি তাই সেরকম কোনও সমস্যা হয়নি। ঘটনা ঘটার মুহূর্তে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটি গার্ডরেল দিয়ে ঘিরে দেয় । পূর্ত দফতর শুরু করেছে মেরামতির কাজ। তবে, আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে টালিগঞ্জ থেকে ধর্মতলা, অন্যদিকে টালিগঞ্জ থেকে খিদিরপুর গামী রুটের ট্রাম চলাচল।

পদব্রজে ১১ ঘণ্টায় ২৪ কিমি দীর্ঘ খাঁড়া দুর্গম পাহাড়ে বস্তিবাসীর কাছে অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু, নজিরবিহীন ঘটনায় আলোড়ন

ইটানগর, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : টানা ১১ ঘণ্টায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ খাঁড়া পাহাড় পায়ে হেঁটে বস্তিবাসীর খোঁজখবর নিয়েছেন অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। নজিরবিহীন এ ঘটনায় লজ্জায় মুখ লুকোচ্ছেন রাজ্যের অন্য মন্ত্রী ও বিধায়করা। কেননা, মন্ত্রী বা বিধায়কদের জনসংযোগ মানেই কানে ভেসে উঠবে হুটারের শব্দ আর দীর্ঘ গাড়ির কনভয়। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম বলে এতদিন অভ্যস্ত ছিলেন আমজনতা। এছাড়া অধিকাংশ মন্ত্রী তো আবার ন্যস্ত স্বার্থ ছাড়া গাড়ির ভেতর থেকে নামতেই রাজি হন না। দূর থেকেই একাংশ মন্ত্রী বা বিধায়ক জনতার খোঁজ নিতেই পছন্দ করেন। কিন্তু মানুষের ধারণা পাল্টে দিয়েছেন রাজ্যের তরুণ মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু।

আরামপ্রিয় এ ধরনের মন্ত্রী বা বিধায়কদের কথা বাদ দিলে ভারতে এমনও মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন যাঁরা নিজেদের যাবতীয় আভিজাত্য শারীরিক কষ্ট ভুলে দুর্গম পথ অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের খবর নিতে ছুটেন প্রত্যন্ত বস্তি এলাকায়। এ রকম দুর্গম পাহাড়ি পথ পায়ে হেঁটে মানুষের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আমজনতার কাছে আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যাপক চর্চায় এসেছেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। জানা গেছে, বস্তির সহজসরল মানুষ পেমা খান্ডুর শরীরে হাত দিয়ে স্পর্শ করে মুখ্যমন্ত্রী কী জিনিস তা বোঝার চেষ্টা করেছেন। কেননা, তাঁদের পাহাড়ি বস্তিতে এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে দর্শন দিয়েছেন। এ ঘটনায় বস্তিবাসী বেজায় উচ্ছ্বসিত, আহ্লাদিতও।

পেমা খান্ডু এভাবে একাকি তাওয়াং থেকে ৯৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল লুগুথাং পাহাড়ি আদিবাসী অজগ্রামে পায়ে হেঁটে সেখানকার বাসিন্দাদেরর খোঁজখবর নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত লুগুথাং বস্তিতে খান্ডু পদব্রজে যাত্রা করে ১১ ঘণ্টায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। ১১ ঘণ্টায় ২৪ কিলোমিটার অতি দুর্গম পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নেওয়ার ঘটনা এখন অসংখ্য মানুষকে হতবাক করার পাশাপাশি বহু আরামপ্রিয় মন্ত্রী ও বিধায়কদের রীতিমতো লজ্জার মুখে ঠেলে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, পেমা খান্ডুর বাবা দরজি খান্ডুও অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ২০১১ সালের ৩০ এপ্রিল তাওয়াং থেকে ইটানগরে আসার পথে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।

১৭৬ দিন পর আগামীকাল থেকে যাত্রী নিয়ে ছুটবে কলকাতা মেট্রো

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি স): বহু প্রতিক্ষার পর অবশেষে আগামীকাল সোমবার থেকে যাত্রী নিয়ে চাকা ঘুরবে কলকাতা মেট্রোর। রবিবার নিট দিয়ে মহড়ার মধ্য দিয়ে চালু হল মেট্রো পরিষেবা। ১৭৬ দিন পর ফের চাকা গড়াবে মেট্রোর।

যদিও করেনা আবহে মেট্রো চালানোর ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে একাধিক নিয়ম। কলকাতা মেট্রোয় প্রবেশ-বেরোনর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে গেট। তিনটি স্টেশন ছাড়া বাকি স্টেশনগুলোতে দুটি করে গেট খোলা থাকবে। দমদমে এসপ্ল্যানেডে মেট্রো স্টেশনে খোলা থাকবে চারটি গেট। অন্যদিকে পার্কস্ট্রিটে থাকবে তিনটি। সব স্টেশন মিলিয়ে মোট ২৬ টি গেট খোলা থাকবে। গেটের বাইরে পাহারায় থাকবে আরপিএফ ও কলকাতা পুলিশ। স্টেশনে ঢোকার জন্য অ্যাপ মারফত নিতে হবে ই-পাস। জানা যাচ্ছে, সকাল ৯টা থেকে ১১.৩০ এবং বিকেল সাড়ে ৪টে থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত আপ এবং ডাউনলাইনে মেট্রো চলবে ১০ মিনিট পরপর। দিনের বাকি সময় মানে সকাল ৮ টা থেকে ৯টা, সাড়ে ১১টা থেকে সাড়ে ৪টে এবং ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে ১৫ মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো।

অন্যদিকে, স্টেশন চত্বরে থুতু ফেলা নিয়োগ করা হয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। স্টেশন চত্বরে থুতু ফেললেই জরিমানা ৫০০ টাকা। মেট্রো স্টেশনে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে পোস্টার। স্টেশনে নামার, ওঠার সিঁড়ি পরিস্কার করা হয়েছে। কোথাও কোনও পান, গুটখার চিহ্ন রাখা হয়নি। এর পরেও স্টেশন চত্বরে পানের পিক বা গুটখা বা থুতু ফেলে নোংরা করলেই দিতে হবে জরিমানা। ইতিমধ্যেই প্রতি স্টেশনে বসানো হয়েছে স্যানিটাইজেশন যন্ত্র জীবাণুমুক্ত করার জন্য। এমনকি মেট্রো স্টেশনে ঢোকার আগে থার্মাল স্ক্রীনিং করা হবে যাত্রীদের। তাপমাত্রা ঠিক থাকলে তবে ছাড়পত্র মিলবে স্টেশনে ঢোকার বলে খবর।

১০০ দিনের কাজের মজুর এবার নিট পরীক্ষা দিলেন

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি স): রবিবার শহরে চলছে সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা, নিট। তবে অভাব থামিয়ে রাখতে পারেনি ইচ্ছাকে। আর এবার পেটের টানে ১০০ দিনের দিনমজুরের মেধাবী তপন দিল নিট পরীক্ষা।

পেটের টানে আর্থিক অভাবে দিনমজুরের কাজ করতে হলেও মেধাবী ছাত্র তপন। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন তার চোখে। আর সেই স্বপ্ন দেখেই করোনা পরিস্থিতিতেও সাগরের ঘোড়ামারা দ্বীপ থেকে পাড়ি কলকাতায় লকডাউনের দুদিন আগেই বেহালায় তার জামাইবাবুর বাড়িতে এসেই আশ্রয় নিয়েছে সে। রবিবার কলকাতার ডিপিএস রুবি পার্ক স্কুল সর্বভারতীয় মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় ওই মেধাবী ছাত্র।

প্রথম দিনেই মেট্রোর আয় ৬৮ হাজার ৬৬০ টাকা

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা আবহে ৬ মাস বন্ধ থাকার পর রবিবার থেকে ফের স্বাভাবিক হল মেট্রো পরিষেবা। পুনরায় যাত্রা শুরু হতেই এদিন মেট্রোতে যাত্রী সংখ্যা ছিল ১৬৪৮ জন। যা থেকে মেট্রো কর্তৃপক্ষের আয় হয়েছে ৬৮ হাজার ৬৬০ টাকা। সবচেয়ে বেশি যাত্রী সওয়ার হয়েছেন দমদম স্টেশন থেকে। এখান থেকে এদিন ৩০০ যাত্রী মেট্রোতে চরেছেন। রবিবার দিনশেষে এমনটাই জানিয়েছে মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ইন্দ্রানী বন্দোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, এদিন কেবল নিট পরীক্ষার্থীদের জন্য মেট্রো চালানো হয়েছে। আগামীকাল সোমবার থেকে সর্ব সাধারণের জন্য মেট্রো খুলে যাবে। তবে রবিবার করে পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে।

এদিন সকাল ১০ টা থেকে পরিষেবা শুরু হয়েছে মেট্রোর।৪৩টি আপ ও ৩৭ টি ডাউন ট্রেন চলেছে রবিবার। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের কোনও ই-পাস বুক করতে হয় নি। কেবল অ্যাডমিট কার্ড দেখিয়েই প্রবেশ করতে পেরেছেন তাঁরা। যাঁদের স্মার্টকার্ড নেই স্টেশনে পৌঁছে পেপার টিকিট কেটেছে।

এদিন শুধুমাত্র নিটের পরীক্ষার্থী ও তাঁদের সঙ্গে থাকা একজন করে অভিভাবককদের জন্য মেট্রো চললেও আগামীকাল থেকে তা কিন্তু সবার জন্যই খুলে দেওয়া হচ্ছে। তবে স্মার্ট কার্ড, ই-পাস, আরোগ্য সেতু অ্যাপ ভিন্ন কেউ যাতায়াত করতে পারবেন না। একই সঙ্গে প্রত্যেক যাত্রীর ক্ষেত্রে মেনে চলার যেমন কিছু বিধি জারী হয়েছে তেমনি করা যাবে না এমন কিছু নিষেধাজ্ঞাও জারি হয়েছে। তবে সব থেকে বড় প্রশ্ন এতসব বিধি মেনে কতজন যাত্রী মেট্রোতে চড়তে আগ্রহ দেখাবেন?

ডিব্রুগড় জেলার চা বাগানে খাঁচাবন্দি এলাকার ত্রাস চিতাবাঘ

ডিব্রুগড় (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : খাবার এবং প্রয়োজনীয় পানীয় জলের অভাবে জঙ্গল থেকে বার বার বেরিয়ে আসছে চিতাবাঘ। এমনই এক ঘটনা ঘটেছে উজান অসমের ডিব্রুগড় জেলার সেপন নামের একটি চা বাগানে। রবিবার বাগানের ভেতরে পেতে রাখা খাঁচায় বন্দি হয়েছে এলাকার ত্রাস এক মহিলা চিতাবাঘ। গত প্রায় দশ দিন ধরে চিতাটি এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। ফলে বাগান এবং সংগলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের মদ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় আতঙ্কিত বাসিন্দা বন দফতরে গিয়ে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে বন বিভাগের তরফ থেকে একটি ছাগল পোরে খাঁচা পেতে রাখা হয়। আর তাতেই ধরা পড়ে চিতাটি। এর পর চিতাটির ক্লিনিক্যাল চেকআপ করে বনকর্মীরা তাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রায়ই তাঁদের বাগান এলাকায় জঙ্গল থেকে চিতাবাঘ বেরিয়ে এসে হানা দেয়। ফলে প্রতিনিয়ত একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়ে তাঁদের। আজ চিতাবাঘটি খাঁচায় ধরা পড়ায় স্বস্তি বোধ করছেন তাঁরা। তবে পার্শবর্তী জঙ্গলে আরও চিতা থাকতে পারে ধারণা বাগানের বাসিন্দাদের। তাই আরও চিতা ধরতে ফের খাঁচা পেতে রাখার আবেদন জানিয়েছেন চা বাগান ও সংলগ্ন এলাকার মানুষ।

থানায় হামলা তৃণমূলের, গোসাবায় উত্তেজনা

গোসাবা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): এলাকায় অশান্তি করার অপরাধে চার তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করেছিল দক্ষিন ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের অন্তর্গত সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। শনিবার সন্ধ্যায় রাধানগর তারানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তারানগর চরপাড়া গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয় অসিত দলুই, পঞ্চানন দলুই, সুখরঞ্জন বারুই ও বিশ্বজিৎ দলুই নামে চার তৃণমূল কর্মী। একই ঘটনায় দেবশঙ্কর বারুই ও ভোলানাথ দাস নামে আর দুই বিজেপি কর্মী গ্রেফতার হন। তৃণমূলের দাবি তাঁদের কর্মীরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। সেই কর্মীদের ছেড়ে দিতে হবে। এই দাবিতে রবিবার সকালে সুন্দরবন কোস্টাল থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন প্রায় হাজার দুয়েক তৃণমূল কর্মী। বেশ কয়েকজন নেতা থানায় যান তৃণমূল কর্মীদের ছাড়িয়ে আনার জন্য। কিন্তু পুলিশ আসামি ছাড়তে না চাইলে পুলিশের সাথে বচসা বাধে তৃণমূল নেতাদের। এরপরই থানায় পুলিশকর্মীদের উপর চড়াও হয়ে হামলা চালায় তৃণমূল। থানা লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি করা হয়। ঘটনায় ২৪ জন পুলিশ কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মোট সাতজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরে সুন্দরবন কোস্টাল থানার তারানগর গ্রামে তৃণমূল বিজেপির মধ্যে নানা বিষয়ে অশান্তি লেগে রয়েছে। শনিবারও দুপক্ষের মধ্যে বিবাদ বাঁধলে সন্ধ্যায় এস আই সুকুমার রুইদাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় গিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। সেখানে গিয়ে এলাকা শান্ত রাখতে দুপক্ষের মোট ছয়জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদের মধ্যে চারজন তৃণমূলের। ধৃত এই তৃণমূল কর্মীদের ছাড়াতেই রবিবার সকালে সুন্দরবন কোস্টাল থানায় চড়াও হয় তৃণমূল। পুলিশ ধৃত তৃণমুল কর্মীদের ছাড়তে না চাইলে কার্যত জোর করে থানা থেকেন অভিযুক্তকে ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে তৃণমূল। পুলিশ কর্মীরা বাঁধা দিলে তাঁদের উপর চড়াও হয় তৃণমূল কর্মীরা। এরপর থানা লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়তে থাকেন তারা। ইটের ঘায়ে একের পর এক পুলিশ কর্মী আক্রান্ত হতে থাকেন। ইটের আঘাত থেকে বাঁচতে কার্যত থানার মধ্যে লুকাতে বাধ্য হন পুলিশ কর্মীরা। এরপর বিশাল পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটান। পাশাপাশি লাঠি চালিয়ে তৃণমূল কর্মীদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায়। পরে এস ডি পি ও ক্যানিং দেবীদয়াল কুন্ডুর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মোট সাতজনকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি থানার সামনে হাজার দুয়েক তৃণমূল কর্মী দলীয় পতাকা নিয়ে এসে বিক্ষোভ দেখান। তারাই থানায় হামলা চালায়। থানা থেকে দুটি মোটর বাইক চুরি করে নিয়ে যায় বলেও অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এলাকার তৃণমূল নেতারা। এই ঘটনায় তৃণমূল নয়, বিজেপি জড়িত বলে দাবি করেছেন তারা।

গোসাবার তৃণমূল বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন, " তৃণমূলকে বদনাম করার জন্য বিজেপি এটা করছে। থানায় হামলার ঘটনায় তৃণমূল নয়, জড়িত বিজেপি।"

অন্যদিকে বিজেপি নেতা সুবীর বর্মণ বলেন, "নিজেদের দোষ ঢাকতে বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে তৃণমূল। এলাকায় কোন গনতন্ত্র নেই। পুলিশ ও এখানে নিরাপদ নয়। জয়ন্ত নস্করের হার্মাদ বাহিনী থানায় ঢুকে আসামি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। পুলিশ দোষীদের গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করুক।"

জমি কেনার আগে রেকর্ডে জলাশয় আছে কিনা খতিয়ে দেখার আবেদন পুর প্রশাসকের

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মুনাফার লোভে জলাশয় বুঝিয়ে সেখানের জমি বিক্রি করছেন জমি ব্যবসায়ীরা। তবে এই বিষয়ে এবার সাবধান করলেন কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। শহরে বাড়ি তৈরির জন্য জমি কেনার আগে জমির রেকর্ডে জলাশয় আছে কিনা তা ভালোভাবে যাচাই করে দেখার জন্য আবেদন করলেন শহরবাসীকে।

শহর জুড়ে সৌন্দর্যায়ন করতে জলাশয় বাঁচানোর দিকে জোর দিচ্ছে পুর কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন পরিত্যক্ত পুকুরকে রক্ষা বেক্ষণের দায়িত্ব নিচ্ছে পুরসভা। অন্যদিকে যে পুকুর গুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সেগুলোর মালিককে চিঠি পাঠিয়ে জলাশয়কে পর্যাপ্ত দেখাশোনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জমি কেনার ক্ষেত্রে ওই জমির জায়গায় আগে জলাশয় ছিল না তা খতিয়ে দেখার জন্য জমি ক্রেতাদের আবেদন জানিয়েছেন পুর প্রশাসক। অন্যথায় সেই জমিতে বাড়ির প্ল্যান আটকে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়।

এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম জানান, 'শহরে অনেক জায়গায় পুকুর বা জলাশয় বুজিয়ে সেই জমি সস্তায় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। সেই জমিতে বাড়ি করতে গিয়ে পুররেকর্ডে জলাশয় থাকায় অনেকের প্ল্যান আটকে গিয়েছে।' তিনি আরও জানান, 'কিছু ক্ষেত্রে বাড়ি তৈরি হয়ে গেলেও, পরবর্তীকালে তাদের এসেসমেন্ট ও মিউটেশন আটকে গিয়েছে।'

অন্যদিকে, এখন যেমন অনলাইনে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে ঠিক তেমনই আগামীদিনে এসেসমেন্ট সংক্রান্ত সব তথ্য কলকাতা পুরসভার ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। আবেদনের ভিত্তিতে এসেসমেন্ট তালিকায় নতুন বাড়ি নথিভুক্তকরণ ও মিউটেশনের কাজও অনলাইনে হবে। কোনো কারণে মিউটেশন বা এসেসমেন্ট আটকে গেলে তার কারণও জানিয়ে দেওয়া হবে। কিছুদিনের মধ্যে এই পরিষেবা চালু হয়ে গেলে জমি কেনার আগে পুরসভার অনলাইন রেকর্ডে গিয়ে ক্রেতারা জমি সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করতে পারবেন বলে ফিরহাদ হাকিম জানান।

চলছে নিট স্পেশাল মেট্রো, স্টেশনের বাইরে কড়া পাহারা কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি স): বহু প্রতিক্ষার শেষে মহানগরীতে চাকা ঘুরল মেট্রোর। করোনা আবহের মাঝেই রবিবার সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা, নিটের জন্য সুরক্ষা বিধি মেনে চালু হল নিট স্পেশাল মেট্রো পরিষেবা। তবে, এদিন মেট্রো চালু হয়েছে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের জন্য। আর তাই স্টেশনের বাইরে কড়া পাহারা কলকাতা পুলিশের।

এদিন সকাল থেকেই চালু হয়েছে মেট্রোর পরিষেবা। চলতি বছর রাজ্যের ৭৭ হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় বসার কথা। দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে সবরকম বিধি মেনেই শুরু হল মেট্রো পরিষেবা। যদিও মেট্রো স্টেশনের বাইরে কড়া পাহারা পুলিশের। যাত্রীদের সুরক্ষার কথা ভেবে ইতিমধ্যেই প্রতি স্টেশনে বসানো হয়েছে স্যানিটাইজেশন যন্ত্র জীবাণুমুক্ত করার জন্য। মেট্রো স্টেশনে ঢোকার আগে থার্মাল স্ক্রীনিং করা হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের উপযুক্ত নথি দেখে তবেই মেট্রো স্টেশনের ঢুকতে দিচ্ছে পুলিশ আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, আজ ১৩ সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা নিট পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য মেট্রো চালাতে মেট্রো কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে রাজ্য সরকার। রাজ্যের অনুরোধে সম্মতি দিয়ে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য পরিষেবা দিতে রাজি হয়ে চাকা ঘুরল মেট্রোর।

অসম পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর পদে চাকরি, চার লক্ষ টাকা হাঁকিয়ে গ্রেফতার দালাল

লখিমপুর (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর পদে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রার্থীদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে এক দালাল। ধৃতকে জনৈক মনোজ তামুলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। শনিবার রাতে অভিযুক্ত তামুলিকে লখিমপুর সদর থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

লখিমপুর থানা সূত্রের খবর, পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর পদে চাকরি দেওয়ার নামে জনৈক প্রার্থীর কাছে চার লক্ষ টাকা চেয়েছিল মনোজ তামুলি। দুই পক্ষের কথাবার্তার অডিও ক্লিপিং সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। এর পরই জেলার পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্তে নামে। প্রাথমিক তদন্তের পর অভিযুক্ত তামুলিকে গতকাল রাতে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত মনোজ তামুলি লখিমপুরের পানিগাঁও থানার অধীন আজাদের রাজখোয়া গ্রামের বাসিন্দা। এই ঘটনার সঙ্গে কোনও বৃহৎ চক্র জড়িত রয়েছে কিনা, তা জানতে তামুলিকে টানা জেরা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

মনোজ তামুলিকে গ্রেফতার করার পর লখিমপুর পুলিশ টুইটারে এই খবর খোলসা করেছে। অন্যদিকে, রাজ্যের পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি) ভাস্করজ্যোতি মহন্তও তাঁর টুইট আপডেটে এই খবর জানিয়ে বলেছেন, অসম পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজ্য পুলিশকে বদনাম করতে যে অডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে তার আড়ালে বিদ্যমান ব্যক্তিকেও পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।

যানজটের জেরে দেরি হওয়ায় সল্টলেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে পারলেন না বিহারের পরীক্ষার্থী

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): পরীক্ষা ক

সাংবাদিক আক্রান্ত নিন্দা জানাল জানাল জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। গতকাল রাতে কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক স্যন্দন পত্রিকার আমবাসার প্রতিনিধি পরাশর বিশ্বাস আক্রান্ত হন। দুষ্কৃতকারীরা তাকে প্রচন্ড মারধোর করলে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন সাংবাদিকের উপর এই আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করছে এবং এই ঘটনায় জড়িত দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রেপ্তার করার দাবি জানাচ্ছে। সেই সাথে পরাশর বিশ্বাসের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে।

এসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে বলেছে, সম্প্রতি রাজ্যের সরকার প্রধান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাক্রমে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের সংবাদমাধ্যমকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এসোসিয়েশন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে মুখ্যমন্ত্রীর ওই বক্তব্যের পর থেকে রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকরা উদ্বেগে এবং উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। রাজ্যের ইতিহাসে সংবাদমাধ্যমকে এভাবে প্রকাশ্যে সরকার প্রধান কর্তৃক হুমকি দেওয়ার ঘটনাটি নজিরবিহীন। এসোসিয়েশন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ওই মন্তব্যের তীব্র আপত্তি ও নিন্দা প্রকাশ করছে এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবি রাখছে।

একই সাথে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সম্প্রতি রাজ্যের একটি দৈনিক পত্রিকার নাম উল্লেখ করে যে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন এসোসিয়েশন তারও নিন্দা প্রকাশ করছে এবং এরজন্য বিরোধী দলনেতার তরফে ওই আপত্তিকর মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবি রাখছে।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সংবাদ মাধ্যমের নির্দিষ্ট নীতি মেনে কর্মরত সাংবাদিকদের কাজ করতে হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যমের এডিটোরিয়াল পলিসি মেনে সংবাদ করতে গিয়ে আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে নিরীহ সাংবাদিকদের। এই প্রবণতা বৃদ্ধির ঘটনায় ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন যারপরনাই উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

গোঘাটে বিজেপি কর্মীর মৃত্যুতে যাদবপুরে প্রতিবাদ মিছিল বিজেপির

কলকাতা, ১৩ সেপটবর (হি স): গোঘাটে এক বিজেপি কর্মীর রহস্য মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র। রবিবার সকালে হুগলির গোঘাট স্টেশন সংলগ্ন একটি গাছ থেকে এক বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আর তারই প্রতিবাদে এদিন যাদবপুরে প্রতিবাদ মিছিল বিজেপির।

হুগলির গোঘাটে বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যুতে ওই কর্মীর পরিবারের দাবি, পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে তাঁকে। এই ঘটনায় শাসকদল তৃণমূলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে বিরোধীরাও। আর তারই প্রতিবাদে এদিন যাদবপুরে মিছিল বিজেপির। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু।

প্রতিবাদ মিছিল থেকে সায়ন্তন বসু আওয়াজ তোলেন, " এটা দীর্ঘদিন হতে পারে না। এটা স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদ। আমরা তাঁদের সঙ্গে পা মিলিয়েছি"।

প্রসঙ্গত, জানা যাচ্ছে শনিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন মৃত ওই বিজেপি কর্মী গণেশ রায়। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি। সারা রাত অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলেও মেলেনি এরপর রবিবার ভোরবেলায় বাড়ি থেকে প্রায় দু"কিলোমিটার দূরে গোঘাট রেল স্টেশন সংলগ্ন একটি গাছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংবাদ মাধ্যমকে দেখে নেওয়ার মুখ্যমন্ত্রীর হুমকির নিন্দা জানাল সাংবাদিকদের যৌথ মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাক্রমের একটি সরকারি অনুষ্ঠানে রাজ্যের সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমকে প্রকাশ্যে হুমকির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে গণমাধ্যম কর্মীদের যৌথ মঞ্চ ত্রিপুরা এসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট'স। আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংগঠনের এক সভায় আজ মুখ্যমন্ত্রীর এজাতীয় গণতন্ত্র বিরোধী অসাংবিধানিক মন্তব্যের নিন্দা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সংগঠনের চেয়ারমেন সভায় বলেন, রাষ্ট্রশক্তি সংবাদ মাধ্যমকে কেনা গোলামে পরিনত করতে চাইছে।

মুখ্যমন্ত্রী, আগামী তিন দিনের মধ্যে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করবেন বলে আশা প্রকাশ করছে ত্রিপুরা এসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট'স। মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্য হুমকির ২৪ ঘন্টার মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ ও হুমকি শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে, দুইজন কর্মরত সাংবাদিক দৈহিক ভাবে নিগৃহীত হয়েছেন, যা গোটা সাংবাদিক মহলকে এখন আতঙ্কিত করে তুলেছে।

আজকের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর এজাতীয় হুমকি এবং রাজ্যের সংবাদ মাধ্যমের প্রতি সরকারের অসহিষ্ণু মনোভাবের বিষয়টি, ত্রিপুরার রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ জার্নালিস্ট, কমন ওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিসিয়েটিভ এবং এডিটরস গিল্ড সহ সংশ্লিষ্ট সব জায়গায় জানানো হবে।

সভায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের সকল সাংবাদিকদের, দল মত বিশ্বাস ও আদর্শ নির্বিশেষে একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান, দৈনিক সংবাদের কার্যনির্বাহী সম্পাদক পারমিতা লিভিংস্টোন। তিনি সাংবাদিকদের একাত্ম হয়ে গনতন্ত্রের স্বার্থে কাজ করার অনুরোধ করেন। এছাড়া সরকারের সংবাদ মাধ্যম বিরোধী মনোভাব ও অসহিষ্ণু কর্মকান্ডের সমালোচনা করেন আজকের ফরিয়াদ পত্রিকার সম্পাদক শানিত দেবরায়, বরিষ্ঠ সাংবাদিক শেখর দত্ত, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সিতাংশু রঞ্জন দে ও উত্তম চক্রবর্তী প্রমুখ।

সভার শুরুতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বরিষ্ঠ সম্পাদক সুবল কুমার দে বলেন, ত্রিপুরার সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকরা চিরকালই নিষ্ঠার সাথে গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা পালন করে আসছে। ইতোপূর্বে চতুর্থ স্তম্ভের সাথে সরকারের কোন বিরোধ দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে তা মিটে গেছে। কিন্তু গত বছর দুই ধরে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছে। রাষ্ট্রশক্তি সংবাদ মাধ্যমকে কেনা গোলামে পরিনত করতে চাইছে। সরকারী হুকুমনামা জারি করে সংবাদের সুত্রগুলোর মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সরকারী ভাবে সামাজিক মাধ্যমে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হচ্ছে। এতে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরও জড়িয়ে যাচ্ছে। শাসক দল এবং সরকার প্রায় প্রতিদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে সংবাদ মাধ্যমকে হুমকি দিচ্ছে। এছাড়া ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় সংবাদ মাধ্যমকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে গোটা গণমাধ্যমকে আতঙ্কের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন যা জরুরী অবস্থার সময়ও হয়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংবাদ মাধ্যম বিরোধী কোন কর্মকান্ড বা পদক্ষেপ সাংবাদিকরা মেনে নেবেন না। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা এসম্বলি এফ জার্নালিস্টস সরকারের সহযোগিতা আশা করেছে।

আজকের সভায় 'ফোরাম ফর প্রটেকশন অফ জার্নালিস্ট'স', এসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট'স -র সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয় এবং সাময়িককালের জন্য এর কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান ও আহ্বায়ক মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে, বরিষ্ঠ সম্পাদক সুবল কুমার দে ও প্রবীন সাংবাদিক শেখর দত্ত। এছাড়া, সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন প্রবীন সাংবাদিক পারমিতা লিভিংস্টোন, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, শানিত দেবরায়, ডঃ বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য, সমীর ধর, দেবাশীষ মজুমদার, ও রমাকান্ত দে।

গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুর পরও প্রসব না করিয়েই রেফারের অভিযোগ আরজিকরের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি স): ফের কাঠগড়ায় আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। করোনা আক্রান্ত অন্তঃসত্ত্বার প্রসব না করিয়েই এবার ফেরানোর অভিযোগ উঠল আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। যার জেরে রবিবার কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ওই অন্তঃসত্ত্বার। ক্ষোভে ফুঁসছে রোগীর পরিবার।

অভিযোগ উঠেছে, গত ৮ সেপ্টেম্বর ওই মৃত অন্তঃসত্ত্বা তরুনীর করোনা রিপোর্ট পজেটিভ আসে। সেই সময় আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত ছিল ওই তরুণী। কিন্তু করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসায় প্রসব না করেই ৯ সেপ্টেম্বর অন্তঃসত্ত্বা তরুণীকে রেফার করা হয় কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। রোগীর পরিবারের অভিযোগ গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুর পরও প্রসব না করিয়েই রেফার করা হয় ওই তরুণীকে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

তিনের পাতার পর

প্রাথমিকভাবে টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে সবথেকে ঝুঁকিপূর্ণ অংশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে তিনি এও বলেন যে, কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য যদি তাঁকে প্রথম টিকা নিতে হয়, তাহলে তিনি আনন্দের সঙ্গে প্রথম ডোজ নেবেন।

পাশাপাশি স্বাস্থ্যমন্ত্রী এও জানান, যে টিকার এখনও ট্রায়াল চলছে, সেগুলির দাম নিয়ে এত তাড়াতাড়ি মন্তব্য করা যাবে না। তবে যাঁদের করোনা টিকার প্রয়োজন, আর্থিক ক্ষমতার উর্ধে উঠে তাঁদের টিকা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত সরকার।

৫০ জন নিহত

তিনের পাতার পর

সেখানে কাজ করছিলেন।

কঙ্গোতে অনেক ছোট ছোট খনি আছে। এই সমস্ত খনিগুলি সরকারি খাতায় কোন সংস্থার মালিকানাধীন নয়। তবুও বেআইনিভাবে বছরের পর বছর সেখানে খনন কাজ হয়। কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা এই সমস্ত খনি পরিচালনা করে। তারাই শ্রমিক নিয়োগ করে। আধুনিক প্রযুক্তি তো দূরের কথা, শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম সুরক্ষার বন্দোবস্ত পর্যন্ত নেই। ফলশ্রুতিতে দুর্ঘটনা এখানকার রোজকার ঘটনা।

প্রতি বছর এই সমস্ত দুর্ঘটনায় অসংখ্য মানুষের প্রাণ যায়। তবুও এই বেআইনি খনিগুলি বন্ধ করা বা সেগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনার ক্ষেত্রে কোনও তৎপরতা নেই প্রশাসনের।

দিলীপ ঘোষের

তিনের পাতার পর

কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে সরকারকে যাতায়াতের-থাকার ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে। তারপরেও সমস্যা হচ্ছে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী নিজে স্বীকার করেছেন ৭০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারে নি। এর আগের পয়লা সেপ্টেম্বরের পরীক্ষার সময়ে শেষ মুহূর্তে ছাত্র ছাত্রীরা জানতে পারেনি কী বাস কোথা থেকে ছাড়বে, এবারেও তাই। যারা শিক্ষার্থীদের নিয়ে এধরণের কাজ করে তাঁদের যোগ্য বা আন্তরিক শাসক বলে আমার মনে হয় না"।

অন্যদিকে, এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় পাল্টা বলেন, "একদিন লকডাউন প্রত্যাহার করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু তাতেও হয়রানি কমেনি।ছাত্রদের সাঙ্ঘাতিক অসুবিধা। শহরে মেট্রো চলছে। কিন্তু দূর থেকে যারা আসে তারা কীভাবে আসবে! এই দুর্দশা হবে আমরা জানতাম, তার মধ্যেও সরকার যতটা সম্ভব সাহায্য করেছে"।

মহারাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে, দাবি উদ্ধব ঠাকরের

মুম্বই, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা এবং কঙ্গনা। এই সাঁড়াশি চাপে দিশেহারা শিবসেনা সুপ্রিমো তথা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। এমন পরিস্থিতিতে নিজের ভাবমূর্তি বাঁচানোর জন্য ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খাড়া করলেন।

রবিবার রাজ্যবাসীকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া নিজের ভাষণে উদ্ধব জানিয়েছেন, চক্রান্ত করে মহারাষ্ট্রের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ করার চেষ্টা হচ্ছে। রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে উদ্ধরের দাবি যেকোনো রাজনৈতিক ঝড় মোকাবিলা করতে তিনি প্রস্তুত। এমনকি করোনা বিরুদ্ধেও লড়বেন তিনি। রাজ্য সরকার করোনা মোকাবিলায় যে ভালো কাজ করেছে তাও তুলে ধরেছেন।পাশাপাশি তাঁর দাবি যে রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার মোকাবিলা করবেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, মহারাষ্ট্রে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে। অন্যদিকে কঙ্গনা রানাওয়াত বিরুদ্ধে কার্যকর যুদ্ধ ঘোষণা করেছে শিবসেনা। বিভিন্ন মহল থেকে নিন্দার ঝড় ধেয়ে আসছে শিবসেনার দিকে। এমন পরিস্থিতিতে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খাড়া করে গা বাঁচাতে চাইছেন শিবসেনা সুপ্রিমো বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

চুরি

● **প্রথম পাতার পর**

দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল লোকনাথ মন্দিরের প্রণামী বাম্প থেকে টাকা পয়সার সহ অন্যান্য জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা। পুলিশ সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করেছে। তার নাম শান্তনু পাল। তবে সে লোকনাথ মন্দিরে চুরির ঘটনা অস্বীকার করেছে। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে আটক করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ওই যুবক।চুরি করা কোনো সামগ্রী তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।স্বাভাবিক কারণেই এই ঘটনায় সে আদৌ জড়িত কি না তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পুলিশ আটক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।এদিকে লোকনাথ মন্দিরে চুরির ঘটনার সংবাদে এলাকার ভক্ত প্রাণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

লাদাখ

● **প্রথম পাতার পর**

বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। কিন্তু রবিবার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটি মিটিং আয়োজন হয়।

সোমবার থেকে শুরু হতে চলা সংসদের বাদল অধিবেশন চলবে ১ অক্টোবর পর্যন্ত। অধিবেশনের প্রথম দিন অর্থাৎ সোমবার লোকসভার অধিবেশন চলবে সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত। রাজ্যসভার অধিবেশন চলবে দুপুর ৩ টে থেকে রাত ৭ টা পর্যন্ত। সকল সংসদদের করোনা পরীক্ষা করে আসতে বলা হয়েছে।এবছরের সংসদে সাংসদদের হাজিরা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নেওয়া হবে।

এদিকে, সোমবার থেকে শুরু হতে চলেছে চলতি বছরে সংসদে বাদল অধিবেশন। তার আগে নিজের করোনা পরীক্ষা করিয়ে নিলেন উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।রবিবার উপরাষ্ট্রপতির সচিবালয় তরফ থেকে এই খবর জানানো হয়েছে।

সোমবার থেকে শুরু হতে চলা বাদল অধিবেশনের আগে সংসদের সকল সদস্যদেরই করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই উপলক্ষে নিজের করোনা পরীক্ষা করিয়ে নিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি নিজেও। রবিবার উপরাষ্ট্রপতির সচিবালয় তরফ থেকে জানানো হয়েছে সংসদের সকল সদস্যদেরই অধিবেশন শুরুর আগে আর টি পি সি আর পদ্ধতিতে করোনা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়াটা বাধ্যতামূলক এবং এই প্রসঙ্গে অ্যাডভাইজারিও জারি করা হয়েছে।

কদমতলায়

● **প্রথম পাতার পর**

বসে রয়েছিল। কিন্তু ইদানীংকালে ওই এলাকায় চোরের উৎপাত মাত্রাধিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন কারো না কারো ঘরে চোরের সাফাই অভিযান সংগঠিত হচ্ছে। এমনকি গত বুধবার একই রাতে এগারোটি বাড়িতে চুরির ঘটনা সংঘটিতহওয়ার পর থেকে স্থানীয় জনগণ আতঙ্কের মধ্যে দিনযাপন করছেন।এগারোটি বাড়িতে চুরির ঘটনার পর কদমতলা থানার ওসি বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঐসকল বাড়িতে পরিদর্শন করে আসলেও তা ছিলো নাম মাত্রই সার। পুলিশ সরেজমিন তদন্ত করে যাওয়ার দিন রাতেও নিশিকুটুম্বদের আনাগোনা আন্দাজ করতে পারেন স্থানীয় জনগণ।

স্থানীয় জনগণের বক্তব্য বর্তমানে নিশিকুটুম্বদের উৎপাতে উনারা গ্রাম ছেড়ে পালানোর উপক্রম। প্রতিরাতে কারো দরজা ভাঙছে বা কারোর দরজা খোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।কিন্তু কদমতলা থানার পুলিশের চোর ধরপাক করার তৎপরতা তো দূরের কথা ওই এলাকায় রাতের টহলদারি পর্যন্ত করছে না কদমতলা থানার পুলিশ। তাই নিরুপায় হয়ে কদমতলা থানার ওসির নিকট একটি ডেপুটেশন প্রদান করতে বাধ্য হয়েছেন স্থানীয় এলাকার জনগণ। স্থানীয়দের আরো অভিযোগ, কদমতলা থানার ওসি মুখে মুখে কুরুক্ষেত্র জয় করলেও নিজের কর্তব্য পালনে যে অশ্ব ডিম্ব প্রসব করেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্থানীয়রা আরো অভিযোগ করে বলেন, কৃষ্ণধন সরকার কদমতলা থানায় ওসির দায়িত্ব হাতে নেওয়ার পর থেকে থানা এলাকায় চুরি, অসামাজিক কার্যকলাপ ও মদের রমরমা ব্যবসা মাথা ঝাড়া দিয়ে গজিয়েছে। কেউ কেউ আরো অভিযোগ করে বলছেন, রাতের কারফিউতে চোরদের কি ছাড় দিচ্ছেন কদমতলা থানার গুণধর ওসি। নাকি ওসির সাথে চোরদের কোন গোপন আঁতাত রয়েছে? প্রশ্ন নানা মহলে।

এদিকে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে উত্তরা জেলা থেকে বিপুল সাফল্য কুড়াচ্ছেন। কিন্তু উনার সেই স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে কিছু স্বার্থান্বেষী গুণধর অফিসার। সেদিকে পুলিশ সুপার নজর না দিলে আগামী দিনে পুলিশ সুপার নিজেই যে কালিমালিপ্ত হবেন না তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং কদমতলা থানা এলাকার স্থানীয় জনগণ জোরালো দাবি তুলছেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার কদমতলা থানার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন।

কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর**

চিটফান্ডের শিকার সাধারণ মানুষের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং করোনায় মৃত পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা মিটিয়ে দেওয়া, বিভিন্ন দপ্তরে অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত করা সহ ৯ দফা দাবিতে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আগামী ২১ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা বনধ -এর ডাক দিয়েছে। ১২ ঘন্টা বনধ পালন করা হবে। জরুরী পরিষেবা বনধ -এর আওতার বাইরে থাকবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সরকারে অমানবিক দিকগুলো সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেস দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে অবগত করা হয়েছে। দেশের মানুষ আড়াই বছরের বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা হচ্ছে। যা একপ্রকার খুন বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। কেন্দ্র থেকে অর্থ এনে রাজ্যের লুট চলছে বলে জানান তিনি।রোগীদের কাছে খাবার পৌঁছাতে রোগীর পরিজনদের মোটা অংক দিতে হচ্ছে সেখানকার কর্মীদের। গোটা জিবি মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেন তিনি।

রাজ্যে করোনা পরিস্থিতির বেহাল অবস্থা চিত্র সংবাদ মাধ্যমে সামনে আসার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গত ১০ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ জেলায় ইকোনমিক জোনের শিলান্যাস অনুষ্ঠান গিয়ে বলেন যারা সংবাদ-মাধ্যমে মাধ্যমকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপর এ ধরনের আক্রমণকে কেন্দ্র করে তীব্র নিন্দার ঝড় বইছে। এবং এমনকি প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবিবার কংগ্রেস ভবনের সম্মুখে প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বসে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি সম্পাদক ভুপেন বরো, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল রায় এবং বীরজিৎ সিনহা, প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি পুজন বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সদ্ভাবনা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। সদ্ভাবনা সামাজিক সংস্থার উদ্যো

সময়ের ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা নিজেদের জন্যই খেলত বিস্ফোরক ইনজামাম

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): তিনি যে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে খেলেছেন, তাঁরা দলের কথা না ভেবে নিজেদের জন্যই খেলতেন। কিন্তু পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা দলের জন্যই খেলতেন। এমনই বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ইনজামাম উল হক।

ভারতের বিরুদ্ধে সব সময়ই নানা মিথ্যা অপবাদ আসতেই থাকে পাকিস্তানের তরফে। এবার ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ইনজামাম উল হক। তাঁর দাবি, তিনি যে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে খেলেছেন, তাঁরা দলের কথা না ভেবে নিজেদের জন্যই খেলতেন। কিন্তু পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা দলের জন্যই খেলতেন।

ইউটিউব চ্যানেলে প্রাক্তন সতীর্থ রামিজ রাজার সঙ্গে কথোপকথনের সময় ইনজামাম বলেছেন, 'আমরা যখন ভারতের বিরুদ্ধে খেলতাম, ওদের ব্যাটিং বিভাগ কাগজে-কলমে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল। কিন্তু আমাদের ব্যাটসম্যানরা যদি ৩০-৪০ রানও করত, সেটা দলের কাজে লাগত।

অন্যদিকে, ভারতের ব্যাটসম্যানরা ১০০ রান করলেও, সেটা নিজের জন্যই করত। সেটাই দু'দলের মধ্যে পার্থক্য ছিল।'

'পিটারসেনের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল দলের অনেকে'

রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠল একজনের ব্যাংক ব্যালান্স, তাতে পাল্টে গেল ড্রেসিং রুমের আবহ। ইংল্যান্ড দলের সেই সময়টার কথা বলছেন মাইকেল ভন। সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়কের দাবি, মোটা অঙ্কের চুক্তিতে আইপিএলে দল পাওয়ার পর কেভিন পিটারসেনের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন ইংলিশ ক্রিকেটারদের অনেকে। এতদিন পর সেই প্রসঙ্গ উঠে আসায় অবশ্য বেশ বিরক্ত পিটারসেন।২০০৯ আইপিএলে দামী ক্রিকেটারদের একজন ছিলেন পিটারসেন। ৯ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে তাকে দলে নিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু।ফক্স স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভন জানালেন, পিটারসেনের বিশাল অঙ্কের চুক্তি ইংল্যান্ড দলের অনেকে স্বাভাবিকভাবে নেয়নি।"আমার মনে হয়, তারা অনেক ঈর্ষান্বিত ছিল। সেই ক্রিকেটাররা এখন তা পুরোপুরি অস্বীকার করবে। তবে ব্যাপারটা এরকমই ছিল, যখন কেভিন বড় অঙ্কের একটা চুক্তিতে ছিল।"

ক্রিকেটারদের আইপিএলে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিতে তখন অনীহা ছিল ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি)। কিন্তু পিটারসেন চাইতেন আইপিএলে খেলতে। পিটারসেনের সঙ্গে ততালীন অধিনায়ক অ্যান্ড্রু স্ট্রাউসের সম্পর্কের টানপোড়েন নিয়ে সেসময় আলোচনা হয়েছে অনেক। ভনের দাবি, সবকিছুর শুরু আইপিএলে খেলতে চাওয়া নিয়েই।

"কেভিনের আইপিএল খেলতে যেতে চাওয়া ছাড়া আর কোনো ব্যাপার সেখানে ছিল না। ওই সময় থেকেই এসবের শুরু এবং দলে বিরোধও ফুটে ওঠে।"

পিটারসেনের যদিও আইপিএল খেলতে চাওয়ার যুক্তি ছিল। তার বিশ্বাস ছিল, আইপিএলে বিশ্বমানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলে ইংলিশ ক্রিকেটারদের উন্নতি হবে। তবে তার সতীর্থদের ভাবনা ছিল ভিন্ন, জানালেন ইংল্যান্ডের ২০০৫ অ্যাশেজ জয়ী অধিনায়ক ভন।

"সে (পিটারসেন) দলকে বলতো, সে খেলতে চায় কারণ ওয়ানডে দলের উন্নতিতে কাজে লাগবে এবং নিজেদের খেলায় উন্নতির জন্য ওয়ানডে দলের সব খেলোয়াড়দের এই সুযোগ পাওয়া উচিত।"

" কিন্তু তারা (দলের অনেকে) মনে করত, কেভিন শুধু অর্থের জন্যই সেখানে খেলতে যেতে চায়। সে এত টাকা পাচ্ছে, কিন্তু অন্য অনেকেই সামান্য কিছুও পাচ্ছিল না। ওই ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন দাঁড়িয়েছিল যেন, কেভিন বনাম গোটা দল!"

ভনের এই খবর দেখে বৃহস্পতিবার টুইটারে জবাব দেন পিটারসেন। তা লুকাননি নিজের বিস্ময় ও বিরক্তি। করোনাভাইরাসের এই সময়ে সবাইকে ইতিবাচক থাকার অনুরোধও জানান সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

"বিস্ময়কর! এই গল্পগুলো এখনও শিরোনাম হচ্ছে! আমি কী বিনয়ের সাথে অনুরোধ করতে পারি, এসব নিয়ে আর কথা না বলতে! আমরা সবাই অনেকটা পথ পেরিয়েছি এবং কথা বলার মতো আরও অনেক দারুণ কিছুই আমার ক্যারিয়ারে আছে!"" এখন আমরা বিচ্ছিন্ন এক পৃথিবীতে বাস করছি, প্রয়োজন এখন ইতিবাচকতা!"

'নেইমার ফুটবলকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিলে বিশ্বকাপ জিতবে ব্রাজিল'

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বই শুরু হয়নি এখনও, তারপরও কাতার বিশ্বকাপে ব্রাজিলের খুব ভালো সম্ভাবনা দেখছেন রাফায়েল। এক সময়ের সতীর্থ নেইমারের উপস্থিতিই আশা দেখাচ্ছে তাকে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক এই ডিফেন্ডার মনে করেন, ফুটবলের বাইরের বিতর্কিত বিষয়গুলো নেইমার বাদ দিলে কাতারে শিরোপা জিততে পারে ব্রাজিল।২০১২ লন্ডন অলিম্পিক ফুটবলে দেশের হয়ে খেলেন তারা। সেবার রূপা জিতেছিল ব্রাজিল। দুজনই এখন খেলেন ফরাসি লিগ ওয়ানে। নেইমার সম্পর্কে তাই ভালো করেই জানেন লিওঁর ডিফেন্ডার রাফায়েল। ইএসপিএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দেশকে বিশ্বকাপ জেতাতে নেইমারের নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে।"অবশ্যই নেইমারকে আমাদের দরকার। আমাদের তাকে অনেক বেশি প্রয়োজন। মাঠের বাইরে তার অনেক বিষয়ে উন্নতি প্রয়োজন। একজন ফুটবলারের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। মাঠে ভালো খেলার জন্য তার মাঠের বাইরে অনেক উন্নতি প্রয়োজন। আশা করি, সে এটা করতে পারবে। যদি পারে, তাহলে আমাদের জেতার ভালো সুযোগ থাকবে।"নেইমারের মধ্যে নেতৃত্বগুণ নেই বলে মনে করেন রাফায়েল। তবে আরেকটু মনোযোগী হলে বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলার সময়ের সেরা খেলোয়াড় হতে পারবেন বলে বিশ্বাস তার।

"নেইমার নেতা নয়। আমার মনে হয় না, সে একজন নেতা। তার মধ্যে বিষয়টা নেই... যদি সে লক্ষ্যে স্থির ও মনোযোগী হয়, তাহলে সে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় হতে পারে।"২০১৭ সালের অগাস্টে ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে বারবার চোটে পড়েছেন নেইমার। এসময় নানা নেতিবাচক খবরের শিরোনামও হয়েছেন

জিম্বাবুয়ের সর্বনাশের শুরুটা এই দিনে

শ্রীলঙ্কার সামনে নতজানু হওয়া নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয় জিম্বাবুয়ের জন্য। ২০০১ সালে বিশ্ব ক্রিকেটকে স্তব্ধ করে দেওয়া এক স্পেল দেখিয়েছিলেন চামিন্দা ভাস। ওয়ানডেতে ৮ উইকেট নেওয়ার অবিশ্বাস্য এক কীর্তি গড়ার রেকর্ড সেদিনই প্রথম দেখেছিল ক্রিকেট। ভাসের এই তাণ্ডবের পর মাত্র ৩৮ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। পূর্ণশক্তির জিম্বাবুয়ে, হিথ স্ট্রিক,অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারদের জিম্বাবুয়ে।

সে তুলনায় ২০০৪ সালের এই দিনে দুর্বল এক দল নিয়ে নেমেছিল জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ শেষ হওয়ার পরই বিদ্রোহ করে বসেন জিম্বাবুয়ের মূল খেলোয়াড়েরা। ২০০৩ বিশ্বকাপে স্বৈরাচার সরকারপ্রধানের বিপক্ষে কথা বলে অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ও হেনরি ওলোঙ্গা যে সলতেতে আগুন ধরিয়েছিলেন, সেটাই যেন বারুদের স্পর্শ পেয়েছিল ২০০৪ সালে। ফলে হঠাৎ করেই প্রায় জিম্বাবুয়ে "বি" দলকে সামনে পেয়েছিল শ্রীলঙ্কা।

দলের সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় তখন ডগলাস হোন্ডো। ২৪ বছর বয়সী পেসার সেদিন একটি উইকেটও পেয়েছিলেন। তাঁর কাছাকাছি বয়সের ছিলেন ডিওন ইব্রাহিম ও এমলুলেকি এনকালা। তবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আগের লজ্জার স্বাদ হিসেব করলে এ দুজনই অভিজ্ঞতায় এগিয়ে ছিলেন। ২০০১ সালে ৩৮ রানে গুটিয়ে যাওয়ার ম্যাচেও যে ছিলেন এঁরা। আড়াই বছর আগের সেই দুঃসহ স্মৃতি এ ম্যাচেও ফিরে এসেছিল আরও একজনের কাছে। ২০০১-এ কলম্বোতে গোল্ডেন ডাকের স্বাদ পাওয়ায় ডিওন ইব্রাহিমের সঙ্গী টাটেন্ডা টাইবু। ২০০১ সালের কিশোর টাইবু এদিন নেমেছিলেন অধিনায়ক্তের গুরুদায়িত্ব নিয়ে। তাতে অবশ্য ভাগ্যে কোন হেরফের হয়নি। এবারও প্রথম বলেই ফিরেছেন শূন্য হাতে। ইব্রাহিম অবশ্য দলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন। সমস্যাটা হলো, দলের সর্বোচ্চ রান ছিল ৭। আরও ৭ রান এসেছিল অতিরিক্ত থেকে। দলীয় ৫ রানে অযথা রান আউট হয়ে মাতসেকিনেয়েরির ফেরার পর ব্রেন্ডন টেলরের সঙ্গে ১১ রানের জুটি গড়েছিলেন ইব্রাহিম। ১ উইকেটে ১৮ রানকে তখন খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছিল না। কিন্তু দিলহারা ফার্নান্দোর বলে উইকেটের পেছনে ইব্রাহিম ক্যাচ দেওয়ার পরই আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। পরের বলেই গেলেন টাইবু। ফার্নান্দর সঙ্গে ভাস ও অভিষিক্ত ফারভিজ মাহারুফও যোগ দিলেন উইকেট উৎসবে। কী হচ্ছে বুঝে ওঠার আগেই স্কোরবোর্ড ১ উইকেটে ১৮ থেকে ৮ উইকেটে ২৮ হয়ে গেল! এরপরই "বয়স্ক" দুই যোদ্ধা এনকালা ও হোন্ডো লড়াই চালালেন। যোগ করলেন আরও ৭টি রান। ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছিল এ যাত্রায় হয়তো সবচেয়ে কম রানে গুটিয়ে যাওয়ার রেকর্ড আর ফিরে পেতে হবে না তাদের।

করোনা মুক্ত হয়ে দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিলেন সিএসকে-এর দীপক চাহার

দুবাই, ১৩ সেপ্টেম্বর(হি.স.): করোনা মুক্ত হয়ে দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিলেন চেন্নাই সুপার কিংস-এর দীপক চাহার।

১৯ সেপ্টেম্বর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে আইপিএল-এর উদ্বোধনী ম্যাচে দীপক চাহারকে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ধোনি শিবির।

আইপিএল খেলতে আমিরশাহী পৌঁছানোর পর থেকেই সমস্যার পাহাড়ে চেন্নাই সুপার কিংস।

বিসিসিআই-এর আইপিএল এসওপি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক ৬ দিনের কোয়ারেন্টিন শেষে প্রস্তুতি শুরু করার আগেই দলের দুই ক্রিকেটার সহ মোট ১৩ জন করোনায় আক্রান্ত হন। দুই ক্রিকেটারে হলেন দীপক চাহার এবং ঋতুরাজ গায়কোয়াড।

ফলে দলের বাকিদের আরও সাত দিন কোয়ারেন্টিনে যেতে হয়। দীপক চাহার, ঋতুরাজ গায়কোয়াড আক্রান্ত হওয়ায় অন্যত্র আইসোলেশনে ছিলেন।

এরপর টানা দুবার করোনা পরীক্ষা করা হয় দীপক চাহারের।

দু বারই কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে তাঁর।

চেন্নাই সুপার কিংস দলের সিইও কাশী বিশ্বনাথন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রূপকথার শচীন, শচীনের রূপকথা

সৌরভের কল্যাণে দুই-একটা বাংলা শব্দ শিখেছেন। তাই বলে বাংলায় একটা আস্ত বই পড়ে ফেলতে পারার প্রশ্নই ওঠে না। আমার বই পড়ার জন্য অনুবাদক ভাড়া করেছেন বা করবেন বলেও মনে হয় না। এমন কিছু হয়েছে শুনলে আমি নিজেই অজ্ঞান হয়ে যাব। যতটা না আনন্দে, তার চেয়ে বেশি বিস্ময়ে। আমরা তাই ধরে নিতে পারি, আমার লেখা "শচীন রূপকথা" বইটি শচীন টেন্ডুলকার পড়েননি।

তবে না পড়লেও বইটা যে শচীন টেন্ডুলকারের কাছে আছে, এটা আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি। কীভাবে? আমি নিজেই যে সেটি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি। শচীন নিজে না বললে অবশ্য তা প্রমাণ করতে পারব না। দুটি বই শচীনকে উপহার দিয়েছি, আর দুটিতে অটোগ্রাফ নিয়ে সযত্নে রেখে দিয়েছি আমার কাছে। তাতে অবশ্য বইটি যে শচীন টেন্ডুলকার দেখেছেন, বড় জোর এটি প্রমাণ হয়। বইটা তাঁর কাছে আছে, এর প্রমাণ কী? না, আসলেই কোনো প্রমাণ নেই। আমি শুধু আমাকে বিশ্বাস করতে অনুরোধই করতে পারি। শচীনের মুম্বাইয়ে বান্দ্রায় পেরি ক্রস রোডের ফ্ল্যাটে বইটি দেখে এসে আমার এক বন্ধু সাংবাদিক আমাকে তা জানিয়েছেন। এখন বিশ্বাস করা না-করা আপনার ব্যাপার।

শচীন রূপকথা হাতে শচীন টেন্ডুলকারের একটা ছবি তুলে রাখলে প্রমাণটা আরও অকাট্য হতো। বইটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছেন, কাভার-ব্যাক কাভার দেখার পর পৃষ্ঠাসংখ্যাও। ভিনদেশি এক সাংবাদিক তাঁকে নিয়ে ২১৪ পৃষ্ঠার একটা বই লিখে ফেলেছেন জেনে চোখেমুখে একটু যেন খুশির আভাও। সংগ্রহে রাখার মতো একটা ছবিই হতো। কিন্তু ছবি তোলার কথা যে আমার মনেই আসেনি। যা নিয়ে এখনো আমার একটু আফসোস হয়। এই "বদভ্যাস" নিয়েই। এত সব কিংবদন্তির সঙ্গে কথা বলেছি, সাক্ষাৎকার নিয়েছি, বলতে গেলে কারও সঙ্গেই ছবি তোলা হয়নি। শুরুর দিকে "মহৎ" একটা কারণ ছিল। বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার অনেক আগে থেকেই বড় বড় ইন্টারভিউ করেছি। শচীন টেন্ডুলকারের প্রথম ইন্টারভিউও এর চার বছর আগে। বাংলাদেশের সাংবাদিক হিসাবে অকারণ একটা বাড়তি দায় অনুভব করতাম তখন। নিজেকে এবং বৃহত্তর অর্থে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের পেশাদার প্রমাণ করার দায়। মনে হতো, ইন্টারভিউ শেষ করে ছবি তুলতে চাইলেই পেশাদার সাংবাদিক থেকে ভক্তে রূপান্তরিত হয়ে যাব! যে কারণে তারকাদের সঙ্গে আমার ছবি নেই বললেই চলে। শচীনের সঙ্গেও নেই। নইলে বিস্ময়-বালকের জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে একটা ছবি পোস্ট করে শচীনকে শুভেচ্ছা জানানো যেত। বিস্ময়-বালক! শচীন টেন্ডুলকারের আজ ৪৭ হলো, আর তাঁকে কি না বলছি বিস্ময়-বালক! শচীনকে নিয়ে আমার এটা পুরনো সমস্যা। বেবি ফ্যাট মুখে নিয়ে ১৬ বছর ২০৫ দিন বয়সে টেস্ট অভিষিক্ত বালকের বয়স কীভাবে যেন সেখানেই থমকে আছে। এর একটা কারণ হতে পারে, টেস্ট অভিষেকের বছর তিনেক আগে থেকেই শচীন টেন্ডুলকার প্রসঙ্গে বিস্ময়-বালক কথাটা শুনতে শুনতে সেটিই মনে গেঁথে গেছে। দাড়ি-গোঁফেও চেহারাছবিতে ভারিক্কি ভাব না আসাও হয়তো আরেকটা কারণ। টেস্ট অভিষেকের পরের বছর প্রথম যখন তাঁকে দেখি, বয়স মনে হয়েছিল আরও কম। সেই প্রথম দেখা ১৯৯০ সালে ঢাকায় আজহার একাদশ ও ইমরান একাদশের মোড়কে ভারত-পাকিস্তান দুটি প্রদর্শনী ম্যাচের কল্যাণে। শেরাটন হোটেলের দোতলায় কপিল দেব-রবি শাস্ত্রী-দিলীপ ভেংসরকারদের আড্ডার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। শচীন সেখানে নেই। একটু পর দেখি, টি শার্ট-জিন্সে ফুলবাবু সেজে তিনি আসছেন। পাকিস্তানে ইমরান-আকরাম-ওয়াকারের আগুনে বোলিংয়ের বিপক্ষে অভিষেকের পর নিউজিল্যান্ড সফরও করে ফেলেছেন ততদিনে। নেপিয়ারে সবচেয়ে কম বয়সে টেস্ট সেঞ্চুরি করার রেকর্ডটা হাত ফসকে গেছে মাত্র ১২ রানের জন্য। সবকিছু জানা থাকার পরও শচীনকে প্রথম দেখার বিস্ময়টা এখনো মনে করতে পারি। মুখে বেবি ফ্যাট তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে তখনো, ঘাড়ে রেশমের মতো রোয়া রোয়া চুল। এই পিচ্চিই আরও এক বছর আগে ওয়াকার ইউনুসের বাউন্সারে রক্তাপ্লুত নাক মুছে পরের বলটিই পাঠিয়েছে বাউন্ডারিতে! মিনিট পাঁচেকের কথাবার্তায় এই প্রসঙ্গটাও এসেছিল। ছেলেমানুষী একটা প্রশ্নও করেছিলাম, "ইমরান-আকরাম-ওয়াকারকে খেলতে ভয় লাগেনি?" উত্তরটাও ছিল বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, "শুরুতে একটু লেগেছিল। একটা বাউন্ডারি মারার পর আর লাগেনি।"

এরপর আরও কত স্মৃতি! আমার অনুল্লেখ্য সাংবাদিক জীবন আর শচীনের রূপকথার মতো ক্যারিয়ার একই সমান্তরালে এগিয়েছে। শচীনকে নিয়ে আড্ডায় যেটিতে একটু মশলা মিশিয়ে আমি বলি, আমার আর শচীনের মধ্যে বড় একটা মিল আছে। আমাদের দুজনের ক্যারিয়ার একই বছরে শুরু। শচীনকে নিয়ে এত হইচই আর আমাকে নিয়ে কিছুই নাএ নিয়ে কৃত্রিম আক্ষেপও প্রকাশ করেছিলাম একটি লেখায়। একটি ভারতীয় ওয়েবসাইটে ইংরেজিতে লেখা বলে শচীনের সেটি চোখে পড়তে পারে বলেও অনুমান করি। তা পড়ুক না পড়ুক, ওই ওয়েবসাইটের সম্পাদক কথাটাতে খুব মজা পেয়েছিলেন।

শচীন যদি রেকর্ডের বরপুত্র হন, শচীন সম্পর্কিত আমারও একটা রেকর্ড আছে বলেও দাবি জানিয়েছিলাম ওই লেখাটিতে। এটি অবশ্য রসিকতা ছিল না। কী সেই "রেকর্ড"? প্রেসবক্সে বসে শচীন টেন্ডুলকারের প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরি ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর শততম সেঞ্চুরি দেখা একমাত্র সাংবাদিক আমি। এটিকে রেকর্ড বলবেন কি না, সেটি অবশ্য আপনার ব্যাপার।

শচীনের ওয়ানডে সেঞ্চুরি না পাওয়া নিয়ে কোটি কোটি শব্দ লেখা হয়ে যাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত সেটি এসেছিল ৭৯তম ম্যাচে, ৭৬তম ইনিংসে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই সেঞ্চুরির সময় আমি কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে। এর ১৮ বছর পর মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শচীনের শততম সেঞ্চুরি। নভেম্বর। কী বিস্ময়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেষবারের মতো তাঁকে ব্যাটিং করতে দেখল ২৪ বছর পর আরেক ১৫ নভেম্বরেই। শুরুটা যেমন তাঁর হাতে ছিল না, শেষটাও তো নয়। কত ভ্যারিয়েবলসজড়িয়ে এর সঙ্গে! হুট করে আয়োজিত তাঁর শেষ সিরিজটার শেষ টেস্টের সঙ্গে প্রথমটার মিলে যাওয়া দিয়ে যেটির শুরু। এরপরও তো আরও কত কিছু! টসজয়ী দলের সিদ্ধান্ত, ইনিংসের দৈর্ঘ্য, অন্য ব্যাটসম্যানের আউট হওয়ার ওপর নির্ভরশীল শচীনের নিজের ব্যাটিংয়ে নামার সময়, উইকেটে তাঁর নিজের স্থিতিকাল...। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংসে না হেরে ভারতকে আবার ব্যাটিং করাতে পারলেই তো ১৫ নভেম্বরের মহিমা শেষ হয়ে যায়। শুরু আর শেষের এই মিল আমার আবিস্কার নয়। ভুতুড়ে মনে হওয়া এই অবিশ্বাস্য মিল নিয়ে মুম্বাই টেস্টের সময়ই সবিস্ময় আলোচনা হয়েছে। বইয়ের জন্য আমার গবেষণায় নতুন যা পেলাম, সেটি বলি। মুম্বাইয়ে শেষবারের (শেষবারটা তখন ছিল অনুমান) মতো যখন ব্যাটিং করতে নামছেন, সময়টা দেখে রেখেছিলাম। ভারতীয় সময় বিকেল তিনটা বেজে ৩৪ মিনিট। শুরু আর শেষের

যেটি নিয়ে প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরির চেয়ে বেশি বই কম কথা হয়নি। এশিয়া কাপের সেই ম্যাচে শচীনের ইতিহাস গড়া সেঞ্চুরির পরও বাংলাদেশের জয়ের গল্পটা আমি লিখিনি। না লেখার পেছনের গল্পটা বলি। আমার বড় ছেলে স্বপ্ন খুব খেলাপাগল। অথচ মাঠে বসে শচীন টেন্ডুলকারের ব্যাটিং দেখেনি কখনো। এই সুযোগ আর আসবে না বুঝতে পেরে সেদিন মাঠে নিয়ে গেছি ওকে। সহকর্মীদের বলে দিয়েছি, আজ ম্যাচ রিপোর্ট তো করবই না, কিছু লিখবও না। ল্যাপটপও নিইনি সঙ্গে। তারপরও ঠিকই লিখলাম। লেখাটার শিরোনাম থেকেই বিষয়টা অনুমান করে নিতে পারবেন "এটাও কি একটা রেকর্ড নয়!" লেখার সিদ্ধান্তটা হুট করেই। স্বপ্নকে নিয়ে প্রেসবক্সের পাশের একটা রুম বসে খেলা দেখছি আর প্রেসবক্সে যাওয়া-আসা করছি। শচীনের সেঞ্চুরি হয়ে যাওয়ার পর আবারও চক্কর দিলাম প্রেসবক্সে। সেখানে গিয়েই মনে হলো, আরে, শচীনের প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরির সময় প্রেসবক্সে যে সাত/আটজন সাংবাদিক ছিলেন, আমি ছাড়া আর কেউই তো এখানে নেই। আত্মপ্রচারের সংকোচ ঝেড়ে ফেলে কার কাছ যেন ল্যাপটপ ধার করে সেটি সবিস্তারে সবাইকে জানিয়েও দিলাম।

আত্মপ্রচার যখন হচ্ছেই, আরেকটু করি। এসব খুচরো ব্যাপার-স্যাপারকে "রেকর্ড" ধরলে তেমন রেকর্ড আমার আরেকটি আছে। শচীন টেন্ডুলকারের শেষ টেস্ট ম্যাচ কাভার করা বাংলাদেশের একমাত্র সাংবাদিক আমি। সেই ম্যাচে অ্যাক্রিডিটেশন পেতে জান বেরিয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সাংবাদিকদের প্রেসবক্সে জায়গা দিতেই আয়োজকেরা হিমশিম খাচ্ছেন, বিদেশি সাংবাদিকদের তাই পত্রপাঠ "না"। একে-তাকে ধরে শেষ পর্যন্ত শচীনের বিদায়বেলায় ওয়াংখেড়ের প্রেসবক্সে থাকতে পারাটাকে আমি আমার সাংবাদিকতা জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের একটি বলে মানি। এই আবেগময় অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা হয় না। টেস্ট ম্যাচ শেষে আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনার সময় গ্যালারি থেকে "সাচিন-সাচিন" বলে গগনভেদী কোরাস, শচীনের ওই অবিশ্বাস্য বক্তৃতা, শচীন ভক্ত সুধীর গৌতমের নেচে নেচে শঙ্খ বাজিয়ে যাওয়া, ভারতের টিম বাস মাঠ ছেড়ে চলে যাওয়ার দুই-তিন ঘণ্টা পরও স্টেডিয়ামের বাইরে ভক্তদের জটলা....সব কিছু এমন একটা ঘোরের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল যে, স্টেডিয়াম থেকে হাঁটা দূরত্বের হোটেলে ফেরার পরও দেখি, সবকিছু কেমন যেন আধিদৈবিক বলে মনে হচ্ছে!

স্টেডিয়ামের বাইরে যে জটলার কথা বলছিলাম, তার একটির কথা আলাদাভাবে মনে আছে। ওয়াংখেড়ের মূল ফটকের বাইরে হাতে বিশাল একটা ব্যানার হাতে দাঁড়িয়ে দশ-পনের জনের একটা দল। বহুবর্ণ সেই ব্যানারের নিচে লেখা, "ক্রিকেট উইল নট বি দ্যা সেম অ্যানি মোর"। ওপরে ক্রিকেট ইতিহাসকে দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছেবিএস: বিফোর শচীন, এএস: আফটার শচীন। পাশেই একটা দাঁড়িপাল্লার ছবি। যেটির এক দিকে হাস্যমুখ শচীন টেন্ডুলকার, অন্যদিকে ভারতীয় দলের বাকি সবাই। টেন্ডুলকারের পাল্লাটা প্রায় মাটি ছুঁয়ে অন্য পাল্লাটাকে তুলে দিয়েছে আকাশে। ভারতীয় জনমনে শচীনের অধিষ্ঠানের আদর্শ প্রতীকি উপস্থাপনা মনে হয়েছিল ছবিটাকে। রিপোর্টটা লিখতে কেমন কষ্ট হয়েছিল, সেটিও মনে আছে। "মুম্বাই থেকে উৎপল শুভ্র" লেখার পর এক ঘণ্টারও বেশি সময় কি-বোর্ডে নিশ্চল হয়ে আছে আঙুল। বুঝতে পারছি না, লেখায় কীভাবে ফুটিয়ে তুলব আবেগবন্যার এই অভূতপূর্ব প্রদর্শনী!

শচীনকে নিয়ে আস্ত একটা বই লিখে ফেলার সিদ্ধান্তটা তখনই নেওয়া। তা সিদ্ধান্ত তো নিলাম, কিন্তু লিখবটা কী? দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে শচীন টেন্ডুরকারকে নিয়ে যত লেখা হয়েছে, ক্রিকেট ইতিহাসে আর কোনো ক্রিকেটারকে নিয়েই তা হয়নি। নতুন আর কী লেখার আছে! বই লেখার জন্য অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি। কিন্তু নয়-দশ দিন চলে গেছে, শুরুই করতে পারিনি। রীতিমতো উদভ্রান্ত লাগছে নিজেকে। শেষ পর্যন্ত বই একটা হলো, ভালো না মন্দ সেই বিচার পাঠকের হাতে ন্যস্ত। শুধু এটুকু বলি, বইয়ের প্রস্তুতিপর্বে শচীনের ক্যারিয়ার, রেকর্ড এসব ঘাঁটতে ঘাঁটতে এমন অবিশ্বাস্য কিছু জিনিস আবিস্কার করেছি যে, নিজেই রীতিমতো চমকে গেছি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শচীন টেন্ডুকারের অভিষেক ১৯৮৯ সালের ১৫ তারিখটা মিলে গেছে দেখে কৌতূহল, নিছকই কৌতূহলভরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটিং করতে নামার সময়টা উদ্ধার করার অভিযানে নামলাম। করাচি টেস্টের স্কোরকার্ড যা বলছে, সেটিও দিনের শেষ সেশনেই হবে। সেই টেস্ট কাভার করেছেন, এমন ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে "তিনটা নাগাদ"-এর চেয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু পেলাম না। কৌতূহলটা তাতে আরও বেড়ে গেল। বইপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে বৈভব পুরান্ডারের লেখা শচীন টেন্ডুলকার জীবনীতে সময়টা পেলাম এবং বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। করাচিতে শচীন ব্যাট করতে নেমেছিলেন বিকেল ৩টা ৪ মিনিটে। পাকিস্তানে ৩টা ৪ মানে ভারতে তখন ৩টা ৩৪! যার অর্থ, শচীন টেন্ডুলকার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ও শেষ ইনিংসে ব্যাটিং করতে নেমেছেন একদিন আগে-পরের একই সময়ে!

কাকতালীয় মিলের এখানেই শেষ নয়। শচীনের মোট আন্তর্জাতিক ম্যাচ হিসাব করুন। ২০০ টেস্ট, ৪৬৩ ওয়ানডে, ১টি টি-টোয়েন্টি...যোগফল ৬৬৪। এই "৬৬৪" সংখ্যাটাই তো শচীন টেন্ডুকারের আগমনী বার্তা শুনিয়েছিল বিশ্ব ক্রিকেটকে। স্কুল ক্রিকেটে বিনোদ কাম্বলির সঙ্গে ৬৬৪ রানের রেকর্ড জুটিটিই ছড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর নাম। সেটি ১৯৮৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। ২২ বছর পর আরেক ২৪ ফেব্রুয়ারিতেই শচীনের ব্যাট থেকে ওয়ানডেতে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি!

"কাকতালীয়" শব্দটাকেও আসলে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। শচীনের টেস্ট আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট সেঞ্চুরির সংখ্যাই দেখুন না! ২০০ টেস্ট আর ১০০ সেঞ্চুরিকল্পনার ঘোড়া ছোটানো ঔপন্যাসিকও তো বড় বেশি নাটকীয় হয়ে যায় ভেবে এমন কিছু লেখার সাহস পাবেন না। শুনতে ভালো শোনায় জেনেও সংখ্যা দুটিকে একটু কম-বেশি করে দেবেন।

২৫ পরিবারের বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর।। এডিসি নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে দলবদলে হিরিক পাহাড়ে লেগেই আছে। কোথাও বিজেপি ছেড়ে আইপিএফটি তে আবার কোথাও আইপিএফটি সহ অন্যান্য দল ছেড়ে চলছে বিজেপি যোগদানের পালা। ২৯ কাঞ্চনপুর বিধানসভার অন্তর্গত ১৮ মুরা এডিসি ভিলেজের ৪৬ মাইল এলাকার কুমারী পাড়ার এক বিজেপির উঠান সভায় ২৫ পরিবারে ৪০ জন ভোটার পদ্ম শিবিরে যোগদান করে। উঠান সভায় উপস্থিত ছিলে বিজেপির রাজ্য জনজাতি মোর্চার রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিকাশ দেববর্মা রাজ্য বিস্তারক আদিত্য কল্যাণ জি কৃষ্ণপুর মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার সরকার সহ আমিও অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন সভায় রাজ্য বিস্তারক বলেন আসছে এডিসি নির্বাচন আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখেই পাহাড়ে বিজেপি দল বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে। এছাড়াও তিনি বলেন বর্তমান রাজ্য সরকার শহরের পাশাপাশি পাহাড়েও উন্নয়ন জারি রেখেছে তাই পাহাড়ে বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করছে সাধারণ ভোটাররা। এদিন সভা শেষে দল ত্যাগীদের দলীয় পতাকা দিয়ে নিজ দলে বরণ করে নেন নেতৃত্বরা।

গাড়ির ধাক্কা আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর।। যান দুর্ঘটনা অব্যাহত রয়েছে তেলিয়ামুড়ায়। রবিবার সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমা ঘাট এলাকার বাসিন্দা আশুতোষ দাস (৫০) অন্যান্য দিনের মতো নিজের গবাধি পশু চড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে চাকমাঘাট বিশ্বকর্মা মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এক দ্রুতগতিতে থাকা গাড়ি আশুতোষ দাস কে সজোরে ধাক্কা মারে, এতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আশুতোষ। আশুতোষ দাসের সাথে একটি বাছুর কে গাড়িটি ঘটনাস্থলে পিশে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ঘটনা এলাকার লোকজন প্রত্যক্ষ করে দ্রুতগতিতে থাকা গাড়িটিকে পাকড়াও করতে ব্যর্থ হলেও পরবর্তী সময়ে তড়িঘড়ি আশুতোষ দাসকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেল কর্তব্যরত চিকিৎসক আশুতোষ কে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করছে। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসাপাতালে।

সোনামুড়া বিস্তর পমিাণে গাঁজার নার্সারি ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। সোনামুড়া থানার পুলিশ এবং বিএসএফ যৌথ অভিযান চালিয়ে সোনামুড়া থানা এলাকার ঘাট এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা নার্সারি ধ্বংস করেছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় সুনামুরা থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে বিরোধী অভিযানের সামিল হন। ওসি জানান এলাকার তেরোটি গাজা নার্সারি ধ্বংস করা হয়েছে। জানা গেছে ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে গাঁজা চাষ হচ্ছে।গাঁজা চাষ নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও একাংশের লোকজন গাঁজা চাষ অব্যাহত রেখেছে। এ ধরনের গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সোনামুড়া থানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। ছবি-নিজস্ব।

ভয়ংকর শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর চারলেন সড়ক, চরম দুর্ভোগ যাত্রীকুলের

হাফলং (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শিলচর-হাফলং ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থা ভয়ঙ্কর। বিশেষ করে বালাছড়া থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তের অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। এই রাস্তা ধরেই নির্মাণ হচ্ছে শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর। গত দেড় দশকের বেশি, ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর চারলেন সড়কের নির্মাণ কাজ চলতে থাকলেও বালাছড়া থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ৩১ কিলোমিটার অংশ এবং হারাঙ্গাজাও থেকে জাটিঙ্গা পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক নির্মাণের কাজ মুখ থুবড়ে পড়েছে।

ভোট আসে ভোট যায়। কিন্তু তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন প্রয়াত অটবিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্নের এই মহাসড়ক নির্মাণে দেড় শতকের বেশি সময় আশার ফুলঝুড়ি ফোটাচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা। কিন্তু রাস্তার কোনও উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। কেন্দ্রে প্রায় সাত এবং রাজ্যে সাড়ে চার বছর হল ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। অথচ প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্নের এই মহাসড়ক নিয়ে কার্যত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বাধী বিজেপি সরকার তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল সবসময় বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় সমতলের সমউন্নয়নের কথা বলেন। এমতাবস্থায় শিলচর-হাফলং জাতীয় সড়কের বর্তমান পরিস্থিতির এমন বেহাল দশা কেন, উঠেছে বিস্তর প্রশ্ন।

বরাক উপত্যকা এবং ডিমা হাসাও জেলার মানুষের কাছে লাইফ লাইন হিসেবে পরিচিত এই সড়কপথটি যানবাহন চলাচলের একেবারেই অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। বালাছড়া থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত অংশ সম্পূর্ণ ক্ষেতের আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিনই এই অংশে বিভিন্ন গাড়ি আটকে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে পড়ে। এতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এই পথ দিয়ে চলাচলকারী নিত্য যাত্রীদের। বর্তমানে করোনা অতিমারির জন্য এই অঞ্চলে ট্রেন চলাচল বন্ধ। গত পাঁচ মাস থেকে তাই এই সড়ক পথটিই একমাত্র ভরসা এই অঞ্চলের নিত্য যাত্রীদের। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই পথ দিয়ে চলাচল করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের ১০ অক্টোবর প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর চার লেন সড়ক নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ২০০৪ সালে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরের শিলান্যাস স্থাপন করা হয়েছিল এবং ২০০৭ সালের মধ্যে এই সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার সময়সীমা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু রহস্যজনকভাবে দেড় দশকের বেশি সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও বালাছড়া থেকে জাটিঙ্গা চারলেন সড়কের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। বর্তমানে বালাছড়া থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ৩১ কিলোমিটার অংশের কাজের বরাত পেয়েছে এনএইচআইডিসিএল। এই সড়ক নির্মাণের দায়িত্ব রয়েছে সুচি ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড এবং জেএসসিপি জয়েন্ট ভেঞ্চার। কিন্তু গত এক বছর থেকে ওই নির্মাণ সংস্থা শুধু পাহাড় কেটেই চলছে, এর বাইরে কোনও কাজ হয়নি। বর্তমানে বালাছড়া থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত রাস্তার কোনও অস্তিত্বই নেই বললেই চলে।

ব্রাজিলে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩৩৫২৩

ব্রাজিলিয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা সংক্রমণ।প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।বিগত ২৪ ঘন্টায় সে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৩৩৫২৩।ওই সময়ের মধ্যে নিহত ৮১৪ বলে জানিয়েছে ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক।বর্তমানে ব্রাজিলের সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩১৫৬৮৭।মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩১২১০। এক সপ্তাহ আগেও ব্রাজিলের মৃতের সংখ্যা ছিল ১২৫৫২১।মাত্র সাতদিনের মধ্যে সেই সংখ্যাটা ছয় হাজার বেড়ে গিয়েছে।ব্রাজিলে এখনো পর্যন্ত করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩.৫ মিলিয়ন মানুষ। করোনায় মৃত্যুর নিরিখে গোটা বিশ্বে দুই নম্বরে রয়েছে ব্রাজিল।এর আগে রয়েছে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে জানিয়েছে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়। আক্রান্তের নিরিখে গোটা বিশ্বে তিন নম্বরে রয়েছে ব্রাজিল। দুয়ে রয়েছে ভারত এবং একে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

বিপিএল পরিবারভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকারী সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া , ১৩ সেপ্টেম্বর।। গন্ডাছড়া ষাট কার্ড গ্রামের বাসিন্দা লক্ষ্মন দাস বিপিএল পরিবার ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকারী সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। লক্ষ্মন দাস জানান তাদের পাঁচ জনের পরিবার। তিনি এও জানান ৭৩ বছর বয়সেও তার কপালে জুটছে না বৃদ্ধ ভাতা। শুধু এমনটা নয়, সরকারী ঘর, শৌচালয় থেকেও বঞ্চিত। সরকারী সাহায্য বলতে ২৮ বছর আগে কংগ্রেস সরকারের আমলে একটি ঘর পেয়েছেন। এরপর দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম শাসন এবং প্রায় আড়াই বছরের রাম শাসনেও কোন ধরনের সরকারী সাহায্য সহযোগিতা তার কপালে জুটে নি।বর্তমানে ভাঙ্গা একটি ছন বাশেঁর মাটির ঘরে বসবাস করতে হচ্ছে। বর্ষার সময় ঘরে বসবাস করা যায় না। কারন বৃষ্টি হলে ঘরে জল পড়ে। তখন তিন ছেলে সন্তানদের নিয়ে বসে বসে রাত কাটাতে হয়। এমত অবস্থায় সরকারি একটি ঘরের দাবিতে বেশ কয়েক বারই স্থানীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সরকারী আমলা বাবুদের কাছে দারস হয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় নি। অসহায় লক্ষ্মন বাবুর এক ছেলে অর্থের অভাবে মাঝ পথে কলেজের পড়াশোনা বন্ধ করতে হয়েছে। অভাবের সংসারে ছেলেরা এখন অন্যের বাড়ি ঘরে কাজ কর্ম করে। তবে এখন আগের মত কাজ নি। যার ফলে বর্তমানে পরিবারটি এক প্রকার অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করতে হচ্ছে। আবারও দাবি উঠেছে সরকারি একটু সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

দায়িত্ব পাওয়ার দুদিনের মধ্যেই বড়সড় সাফল্য এসডিপিও মানস রায় দেববর্মার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,১৩ সেপ্টেম্বর।। কথায় আছে সঠিক জায়গায় জাল ফেললে মাছ তো উঠবেই। গত দু তারিখ বিশালগড় মহাকুমা হসপিটাল মূল ফটকের সামনে গাড়ি চালকদের মধ্যে ঘন্টা খানিক সংঘর্ষের ফলে বিশালগড় ভারতীয় মজদুর সংঘের দুজন কার্যকর্তা তিমির দত্ত, এবং রিপন দাস, গুরুতর ভাবে আহত হন এবং তাদের মাথার মধ্যে ২৮টি সেলাই লাগে এবং বর্তমানে তারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। উক্ত ঘটনার বিবরণ জানিয়ে বিশালগড় মজদুর সংঘের বিশালগড় শাখার পক্ষ থেকে বিশালগড় থানা ৯,জনের বিরুদ্ধে ৩ তারিখ মামলা করেছিলেন। কিন্তু আজ ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোন অপরাধীকে বিশালগড় থানা গ্রেপ্তার করতে পারেননি। ভারতীয় মজদুর সংঘের বিশালগড় শাখার পক্ষ থেকে বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং সিপাহীজলা জেলা পুলিশ আধিকারিক এর নিকট তারা প্রতিলিপি তুলে দেন। কিন্তু এই অপরাধীদের অ্যারেস্ট করা তো দূরের কথা তাদের কে কেউ কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ ও করেন নি প্রশাসন। এই পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার বিশালগড় ভারতীয় মজদুর সংঘের ৫০০ কার্যকর্তা একজোট হয়ে বিশালগড় জাতীয় সড়ক দখল করে প্রশাসনকে জানান দিতে চাইছেন ঘটনার বিষয়ে।উল্লেখিত দু তারিখে উভয় পক্ষের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছে সেইসময় বিশালগড়ে এসডিপিও চেয়ারটা ছিল শুন্য।কিন্তু গত দুদিন আগে বিশালগড় ট্রাফিক ডিএসপি মানস রায় দেববর্মা এসডিপিও চেয়ার এর দায়িত্ব পায় এবং বিশালগড় মজদুর সংঘের অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ওনার কাছে জানানো হয়েছেনএবং উক্ত বিষয়টি এসডিপিও মানস রায় দেববর্মা জানার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্ত নয় জন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে জয়ন্ত দেবনাথ (২০), সুজন দেবনাথ (২৩), বিশ্বজিৎ দাস(২৩), ঝুটন দেবনাথ (২৬), টুটন দেবনাথ (২৯), বিশ্বজিৎ দেবনাথ (৩২), রুপন দেবনাথ (২৪), তপন দেবনাথ (৪৭) পার্থ সাহা। অভিযুক্তদের আজ আদালতে সুপর্দ করা হয়।

প্রয়াত আরএসএস-এর বরিষ্ঠ প্রচারক নন্দলাল নাথ, কেশবধামে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি সহ অনেকের

গুয়াহাটি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মাত্র ছয়ত্রিশ দিনের ব্যবধানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের আরেক বরিষ্ঠ প্রচারক পরলোকগত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যারাত ৬:৫৫ মিনিটে গুয়াহাটির পল্টনবাজারে সংঘের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সদর দফতর কেশবধামে আচমকা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বরিষ্ঠ প্রচারক নন্দলাল নাথ তথা সকলের প্রিয় নন্দদা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। প্রচারক নন্দলাল নাথ প্রয়াত হয়েছেন খবর পেয়ে রাতেই কেশবধামে ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস সহ অনেকে। কেশবধামে তাঁরা প্রয়াতকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন।

রাত প্রায় সাড়ে সাড়ে দশটা নাগাদ গুয়াহাটি থেকে প্রয়াত নন্দলাল নাথের মরদেহ নিয়ে দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার নরসিংপুরে তাঁর পৈত্রিক বাড়িতে নিয়ে যান সংঘের অন্য প্রচারক নির্মল দে সহ অন্য কার্যকর্তারা। আজ দুপুরের দিকে সেখানে এলাকার শোকসন্তপ্ত জনতার উপস্থিতিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। প্রসঙ্গত, ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় খ্যাতির সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েও সংঘের প্রচারক হিসেবে দেশমাতৃর সেবা করতে নিজকে উৎসর্গ করেছিলেন নন্দলাল নাথ। অসমের বিভিন্ন জেলায় বিভাগ প্রচারক হিসেবে প্রথম তাঁর সেবমূলক কর্মকাণ্ডের শুরু। এর পর যথাক্রমে জেলা প্রচারক, প্রান্ত ও ক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ ছাড়াও বিবিধক্ষেত্র এবং মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অসম ক্ষেত্রের কার্যকারিণী সদস্য হিসেবে দেশমাতৃর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। নন্দলাল ছিলেন শত-সহস্রজনের প্রেরণা কেন্দ্র। গতকাল তাঁর মৃত্যু সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। খবরটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে অজস্র স্বয়ংসেবক শোক ব্যক্ত করে কর্মজীবনে দেশমাতৃকার সেবায় নন্দলাল নাথের অবদান স্মরণ করে এবং তাঁর কাছে প্রাপ্ত নিজের নিজের অনুপ্রেরণার বর্ণনা করে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করছেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত ৬ আগস্ট বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সংঘের আরেক প্রবীণ প্রচারক তথা নগাঁও জেলার কামপুরের বাসিন্দা নবকান্ত বরা। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছিলেন নবকান্ত।

পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অমিত শাহ, জানালো এইমস

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অমিত শাহ বলে জানিয়েছে দিল্লির এইমস।

রবিবার সকালে এইমসের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, করোনা- উত্তর দেখভালের জন্য দিল্লির এইমস এ ভর্তি হয়েছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ৩০ আগস্ট তিনি সেখান থেকে বাড়ি ফেরেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সংসদ অধিবেশনের আগে দিল্লির এইমসে ভর্তি হয়েছেন।

প্রসঙ্গত এর আগে জানা গিয়েছিল যে শনিবার রাতে দিল্লির এইমসে ভর্তি হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।এই নিয়ে দ্বিতীয় বার এইমসে ভর্তি হন তিনি। তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২ আগস্ট অমিত শাহের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে।তৎক্ষণাৎ তাকে গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।১৪ আগস্ট করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।পরে ক্লান্তি এবং শরীরের যন্ত্রণা নিয়ে দিল্লির এইমস হাসপাতাল ভর্তি হন বিজেপির এই প্রাক্তন সভাপতি। এইমসে তেরো দিনের চিকিৎসার পর ৩১ আগস্ট তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। শনিবার রাতে হঠাৎই শ্বাসকষ্ট অনুভব করায় ফের ভর্তি হন এইমসে। অমিত শাহের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। হিন্দিতে লেখা নিজের এক টুইট বার্তায় শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, "এইমাত্র অমিত শাহের অসুস্থতার খবর জানতে পারলাম. তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। '

অসমে করোনা : একদিনে সর্বাধিক ২৩ জনকে নিয়ে মৃত মোট ৪৫৩ জন, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৭১

গুয়াহাটি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন কোভিড-১৯ সংক্রমিত হয়েছেন ২,১৩২ জন। পাশাপাশি শনিবার রাত পর্যন্ত কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ২৩ জন। যা এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ সংখ্যা। নতুন তেইশজনকে নিয়ে অসমে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫৩-এ। এছাড়া শনাক্তকৃত পজিটিভের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে মোট ১,৪০,৪৭১। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে গতকাল রাত পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ২,৫৫৩ জনকে ডিসচার্জ করা হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড সংক্রমণ থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন মোট ১,১০,৮৮২ জন। অবশ্য এখনও সক্রিয় রয়েছেন ২৯,১৩৩ জন রোগী। বিভিন্ন হাসতপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

এই তথ্য দিয়ে গতকাল রাতে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও জানান, ২৪ ঘণ্টায় ৩১,২৫৩ জনের কোভিড টেস্ট হয়েছে। এ থেকে নতুনদের চিহ্নিত করা হয়েছে। টেস্টের তুলনায় পজিটিভের হার ৬.৮২ শতাংশ।

মন্ত্রী জানান, নতুন পজিটিভদের মধ্যে বেশি সংখ্যায় শনাক্ত করা হয়েছে কামরূপ মহানগর জেলায়, ৫৬২ জন। এছাড়া ডিব্রুগড় জেলার ১৩৪, যোরহাটের ১৫৬ এবং লখিমপুর জেলার ১৩২ জনকে কোভিড-এ সংক্রমিত বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

বিহারে এলপিজি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজধানী দিল্লিতে বসে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে রিমোটে বোতাম টিপে বিহারের ব্যাংকায় এলপিজি প্লান্ট এর আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

পারাদ্বীপ- হলদিয়া- দুর্গাপুর পাইপলাইনটিকে ১৯৩ কিলোমিটার সম্প্রসারিত করে ব্যাংকা পর্যন্ত করা হয়েছে। দুর্গাপুরের সাথে ব্যাংকার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।এর জন্য খরচ হয়েছে ৬৩৪ কোটি টাকা।পাশাপাশি ব্যাংকাতেই ১৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এলপিজি বটলিং প্লান্ট এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পগুলিকে উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারতের বার্তা নিজের বক্তব্যে রাখেন। পাশাপাশি এই এলপিজি প্লান্ট তৈরি হওয়ার ফলে বারাউনি খনি নির্ভর কারখানাগুলির যে উন্নতি হবে তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। ব্যাংকার পাশাপাশি হরসিদ্ধিতেও বটলিং প্লান্ট এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।এদিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে যোগ দিয়েছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বিহার এমন প্রকল্প দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তিনি। এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রঘুবংশ প্রসাদ সিং এর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। শোক বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, রঘুবংশ প্রসাদ সিং এর প্রয়াণে বিহার তথা ভারতীয় রাজনীতিতে এক শূন্য স্থান তৈরি হয়েছে। প্রয়াত নেতার সঙ্গে নিজের বহুদিনকার সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।